দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয়

জোয়ার-ভাটা প্লাবন ভূমিতে

জীবন-জীবিকার বিকল্প অভিযোজন কার্যক্রম

বাস্তবায়নে ঃ উত্তরণ, তালা, সাতক্ষীরা

সহযোগিতায় ঃ একশনএইড বাংলাদেশ

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে

জোয়ার-ভাটা প্লাবন ভূমিতে
জীবন-জীবিকার বিকল্প অভিযোজন কার্যক্রম

বাস্তবায়নে ঃ **উত্তরণ**, তালা, সাতক্ষীরা।
সহযোগিতায় ঃ একশনএইড বাংলাদেশ।

প্রকাশনায় ঃ

উত্তরণ

সম্পাদনায় ঃ

আখতার হোসেন

তথ্য সংগ্রহ ও রচনায় ঃ

বি, এম হাবিবুর রহমান হাবিব
মোশাররফ হোসেন

তথ্য সরবরাহ ঃ

মেলেকুড়ো কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রের কৃষকবৃন্দ

আর্থিক সহযোগিতায় ঃ

একশনএইড বাংলাদেশ ও মেলেকুড়ো কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ ঃ

জাহান প্রিন্টিং প্রেস
শহীদ নাজমুল সরণী
সাতক্ষীরা।
০১৭১৫-১৪৪৮৮৪

সূচীপত্র

সূচী	পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ	৪
ভূমিকা	৫
একশন রিসার্স কার্যক্রমের লক্ষ্য	৬
একশন রিসার্স কার্যক্রমের উদ্দেশ্য	৭
একশন রিসার্সের কর্মপন্থা	৮
একশন রিসার্সের কর্ম এলাকা	৮
একশন রিসার্সের সদস্য	৮
রিসার্স কার্যক্রম ও কার্যক্রম পরিচালনা	১০
কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে সব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে	১১
পরিবেশসম্মত উপায়ে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ	১১
ধান চাষ ও সবজী চাষ প্রশিক্ষণ	১১
গরু ও ছাগল মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ	১২
মাদুর তৈরীর উপর প্রশিক্ষণ	১৩
শেয়ারিং মিটিং	১৩
মেলেকুড়োর প্লট সমূহ	১৪
সীড ব্যাংক	১৮
কৃষক ও বর্তমান কার্যক্রম	২০
দিন বদলের পালা ও কেস স্টাডি	৪১

মুখবন্ধ

আমাদের প্রিয় পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ নানা ধরণের মারাত্মক দূষণ ও বিপর্যয়ের শিকার। প্রতিনিয়ত মানুষের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে পৃথিবীর পরিবেশ যেভাবে দূষিত হচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে আমাদের এই প্রিয় আবাস ভূমিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা কষ্টকর হবে যা আমাদের কারো কাম্য নয়। উত্তরণ এমন একটি বিশ্বের স্বপ্ন দেখে যেখানে গড়ে উঠবে সকলের বসবাসের উপযোগী সুন্দর ও শ্যামল পরিবেশ। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলীয় বিরূপ লবণাক্ত পরিবেশে বসবাসরত জনসাধারণের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাওয়ায়ে বেঁচে থাকার জন্য বিকল্প কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার উত্তরণ এর বিভিন্ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে উত্তরণ এতদাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিকল্প জীবিকায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানা ধরণের কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও কৌশলগত কারিগরী দক্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। উত্তরণের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবনের আদর্শের সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে পরিবর্তিত আধুনিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য এবং বিপর্যয়ের শিকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উত্তরণ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। যা তৃণমুল পর্যায়ে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রণের মাধ্যমে সফলভাবে বাস্তবায়নে আমাদের গৃহিত এ ধরণের কার্যক্রম খুবই সহায়ক হবে। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই প্রকাশনাটি সংশ্লিষ্ট জনগণের পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনসহ জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সুদুরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এ প্রকাশনাটি প্রকাশে দাতা সংস্থা এএবি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব তৌহিদ ইবনে ফরিদ ও মুকিত বিল্লাহ সহ উত্তরণের সমন্বয়কারী জনাব শহিদুল্লাহ ওসমানী, মেলেকুড়ো কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রের গবেষক মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, মেলেকুড়োর কৃষকবৃন্দসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যারা সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছে তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশাকরি প্রকাশনাটি সমগ্র উপকুল অঞ্চলে টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ও সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের কোলঘেষে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ খ্যাত ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন সংলগ্ন জেলা সাতক্ষীরা। খোলপেটুয়া, চুনার, কপোতাক্ষ, পশুর, বেত্রাবতী, ইছামতি প্রভৃতি নদী বয়ে গেছে এ জেলার বুক চিরে। এসব নদ-নদীর তীরে গড়ে উঠেছে প্রসিদ্ধ অনেক শহর ও বানিজ্য কেন্দ্র। তেমনি পারুলিয়া, সখিপুর, কুলিয়া জনপদ গড়ে উঠেছে ইছামতি নদীর গাঁ ঘেষে। পারুলিয়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম মেলেকুড়ো। গ্রামের চারিপাশে আছে খাসপাড়া, মাঝ পারুলিয়া, উত্তর পারুলিয়া, ফুলবাড়ি, লাবন্যবতী নদী ও সাপ মারা খাল। সুজলা-সুফলা, শস্য শ্যামলা এ বাংলাদেশের সকল গ্রামের ন্যায় মেলেকুড়োর দৃশ্যপট ছিলো সবুজ আর সবুজ। এ যেন প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টি। এতদাঞ্চলের মানুষের গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ আর গোয়ালভরা ছিলো গরু। এলাকার বিলে খালে প্রচুর দেশীয় মাছ পাওয়া যেত। মাঠে জমিতে প্রচুর সোনালী ধান উৎপাদন হত। মাঠে ফলত প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা মেলে যা দিয়ে গ্রামের মানুষেরা মাদুর তৈরী করত যে মাদুর এলাকার চাহিদা মিটিয়ে ভারতেও রপ্তানী করা হতো। মেলে আবার গরু, ছাগলের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মেলের জন্য গ্রামটির নামকরণ করা হয় মেলেকুড়ো এমন কিংবদন্তী শোনা যায় মুরুব্বীদের মুখে মুখে। দিন যায় মাস যায় বছর ঘুরে আসে ষাটের দশক। এমনি এক সময়ে সরকার এই এলাকার মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটানোর জন্য অধিক ফসল উৎপাদনের আশায় অপরিকল্পিত "সবুজ বিপ্লব" ঘটানোর জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে পোল্ডার প্রকল্প এবং নদীর পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় স্লুইস গেট, ওয়াপদার বাঁধ প্রকল্প শুরু করে। ওয়াপদার বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রায় আট থেকে দশ বছর বিল গুলোতে প্রচুর ধান, ও শস্য উৎপন্ন হত। কিন্তু পরবর্তীতে ধান ও শস্য উৎপাদন কমে যায়। কারণ বাঁধ দেয়ার ফলে নদীর পলি জমিতে না পড়ার কারণে জমির উর্বরতা কমে যায়। পরবর্তীতে ১৯৯০/১৯৯১ সালের দিকে বিলের মধ্যে যে সব ক্যানেল বা খাল ছিলো ঐ সমস্ত ক্যানেল দিয়ে লবণ পানি প্রবেশ করিয়ে কিছু কিছু ধনীক শ্রেণীর মানুষ অধিক লাভের আশায় অপরিকল্পিতভাবে বাগদা চিংড়ীর চাষ শুরু করে। বাগদার চাষ অন্য যেকোন চাষের তুলনায় অধিক লাভজনক এবং বৈদেশিক বাজারে এর চাহিদা অনেক বেশী হওয়ায় সরকার চিংড়ী চাষীদের উৎসাহিত করে। ফলে এলাকার সকল শ্রেনীর মানুষ চিংড়ী চাষের প্রতি আগ্রহী হয় এবং দ্রুত চিংড়ী চাষের প্রসার ঘটে। লবণ পানিতে একক চিংড়ী চাষের ফলে জমির উর্বরা শক্তি ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। জীব-বৈচিত্রসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে এ ছাড়া পর্যাপ্তভাবে নিম্ন লিখিত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে ...

- জলাবদ্ধতা;
- পরিবেশের ভারসম্য নষ্ট;
- চিংড়ী ঘেরে ব্যাপক ভাইরাস আক্রমণ;
- অতি লবণ ও আর্সেনিকের কারণে সুপেয় পানির অভাব;
- লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে দেশীয় প্রজাতির অনেক ধান ও মাছের বিলুপ্তি;
- দারিদ্রতা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি;
- পশু খাদ্যের অভাব;
- কৃষি জমির অভাব;
- জনসাধারণের ব্যাপকভাবে স্থানান্তর হওয়া প্রভৃতি।

এহেন পরিস্থিতিতে উত্তরণ, একশনএইড বাংলাদেশ এর সহায়তায় দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্রের পরিবর্তনজনীত কারণে জোয়ারভাটা প্লাবন ভূমিতে বিকল্প জীবন-জীবিকার অভিযোজনের মাধ্যমে আত্ম-নির্ভরশীল গ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থানীয় কৃষকদের স্ব-নির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য মেলেকুড়ো নামক স্থানে ২০০৪ সালের শেষের দিকে একটি গবেষনা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

একশন রিসার্স কার্যক্রমের লক্ষ্য ঃ

সমুদ্রপোকূলীয় ও সুন্দরবন সংলগ্ন হওয়ায় জোয়ারভাটা প্লাবন ভূমি ও হালকা লবনাক্ত পানিতে চিংড়ী চাষ লাভজনক হচ্ছে বিধায় পুঁজিয়ায়ন এ চাষে এলাকার জনগণ বেশী মাত্রায় ঝুঁকে পড়েছে। পাশাপাশি কৃষি জমিতে লবণ পানি ঢুঁকিয়ে বাগদার চাষ করায় অত্র এলাকা হতে দেশীয় ঐতিহ্য ধান, পাট, বিভিন্ন শস্য ও সবজী এমনকি পশুপাখি তার অতিত ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। ফলে সবুজ বিপ্লবের এই অঞ্চলে ঘটছে পরিবেশ বিপর্যয়। যার ফলে জোয়ারভাটার এ প্লাবন ভুমিতে বিকল্প জীবন জীবিকার অভিযোজন হিসেবে দেশজ ধান, পাট, শস্য ও সবজী রক্ষার্থে একশন রিসার্স কার্যক্রম শুরু করা হয় আর এটিকে গতিশীল করার জন্য কার্যক্রমের আওতায় কৃষকদের সংগঠিত করে গড়ে তোলা হয় কৃষি উন্নয়ন সংগঠন যার নাম করা হয় "মেলেকুড়ো কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র"। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে...

- পরিবেশ উন্নয়ন করা;
- আদর্শ কৃষক সৃষ্টি করা;
- জমির সর্বোত্তম ব্যবহার করা;
- অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া;

- দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করা;
- ধান ও মাছের একত্রে চাষ করা;
- অপরিকল্পিত চিংড়ী চাষ সম্প্রসারণ বন্ধ করে পরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এবং পরিবেশ সহায়ক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা;
- বাগদা চিংড়ীর বিকল্প হিসেবে দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্ত প্রায় মাছ চাষ করা;
- সবুজ বনায়ন সৃষ্টি করা;
- আগামী ১০ বছরের মধ্যে স্থায়িত্বশীল পরিবেশে বিকল্প অভিযোজন কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চলে কৃষকদের স্ব-নির্ভর হিসেবে গড়ে তোলা;
- সমন্বিত পানি নিষ্কাষনের ব্যবস্থা করা;
- জমির সর্বোত্তম ব্যবহার করা প্রভৃতি কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

রিসার্স প্লটে মাছ ধরার দৃশ্য

একশন রিসার্স কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ঃ

- পরিবেশের অবক্ষয় সম্পর্কে নারী-পুরুষ সকলকে সচেতন করা এবং পরিবেশের গুনগত মান সুরক্ষায় স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করা;
- উপকূলীয় অঞ্চলসমুহে যেখানে চিংড়ী চাষ করা হচ্ছে সে সকল জায়গায় স্থানীয় সম্পদের সাথে যুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করা;
- গরীব ও প্রান্তিক কৃষকদের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মাছ ও ধান চাষাবাদের প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা যেখানে লবণ সহনশীল ধান ও মাছ উৎপাদিত হয়;

- পয়ঃ নিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার এবং পরিবেশ উন্নয়নে স্থানীয় জনগণকে সহায়তা করা;
- কৃষি, বনায়ন, মৎস্য, গবাদী পশুপাখি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
- সংগঠিত কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করা যাতে গবেষনা শেষে তারা নিজেরাই কার্যক্রম চালিয়ে যেতে ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা করতে পারে।

একশন রিসার্সের কর্মপন্থা ঃ

- কৃষকদের মধ্যে আস্থা তৈরী করা;
- কৃষকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- পরিবেশসম্মত সীড ব্যাংক তৈরী করা;
- পরিবেশসম্মত মাছের পোনা সংরক্ষণ করা;
- দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- স্ব-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- কৃষক মিলন কেন্দ্র তৈরী করা।

একশন রিসোর্সের কর্ম এলাকা ঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেবহাটা উপজেলার পারুলিয়া ইউনিয়নের মেলেকুড়ো গ্রামে ২০০৪ সালে গবেষনা কাজ শুরু হয় বর্তমানে এই কাজের সাথে নওয়াপাড়া ইউনিয়নের ঢেপুখালি, কালাবাড়িয়া, কামিনীবসু, কাঠমহাল; পারুলিয়া ইউনিয়নের খেজুরবাড়িয়া, ফুলবাড়ি, সেকেন্দ্রা, উত্তর পারুলিয়া, মাঝ পারুলিয়া, দক্ষিণ পারুলিয়া, খাসপাড়া, ও মেলেকুড়ো; কুলিয়া ইউনিয়নের সুবর্ণাবাদ ও রঘুনাথপুর; সখিপুর ইউনিয়নের সখিপুর, ধোপাডাংগা, নারিকেলী এবং দেবহাটা ইউনিয়নের পাঁচপোতা গ্রামগুলির ৫০জন কৃষকের সমন্বয়ে রিসার্স কার্যক্রম শুরু করা হয়।

একশন রিসার্সের সদস্য ঃ

বর্তমানে এই কার্যক্রমের আওতায় উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের ১৭টি গ্রামের ভূমিহীন, ক্ষুদ্রচাষী এবং বর্গাচাষীদের মোট ৫০ জন কৃষক সম্পৃক্ত। বর্তমানে কাজের সাথে যে সকল কৃষকরা সম্পৃক্ত আছেন তাদের নামের তালিকা দেওয়া হলঃ

ক্রম	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
০১	মোঃ শরিফুল ইসলাম	পিতাঃ মৃত রুস্তম সরদার	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
০২	মোঃ হাবিবুল্লাহ	পিতাঃ মৃত আঃ হাকিম	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
০৩	নব কুমার	পিতাঃ মৃত রোম নাথ	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
০৪	চিত্ত রঞ্জন বর	পিতাঃ শ্রী সুবোল বর	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া

ক্রম	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
০৫	শ্রী দুলাল চন্দ্র বর	পিতাঃ শ্রী সুবোল বর	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
০৬	শ্রী বিণয় বর	পিতাঃ শ্রী সুবোল বর	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
০৭	শ্রী তারক চন্দ্র বুদুক	পিতাঃ কেস্ট বুদুক	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
০৮	মোঃ নূরুল ইসলাম	পিতাঃ মৃত রুস্তম সরদার	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
০৯	শ্রী রঞ্জন কুমার বর	পিতাঃ শ্রী সুবোল বর	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
১০	মোছাঃ সুফিয়া বেগম	স্বামীঃ আব্দুর রাজ্জাক	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
১১	জীবন নাহার	স্বামীঃ আব্দুল গফ্ফার	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
১২	নাসিমা আখতার	স্বামীঃ মোঃ আব্দুল্লাহ	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
১৩	শ্রী অমল চন্দ্র মন্ডল	পিতাঃ মৃত শম্ভু মন্ডল	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
১৪	হাজের মন্ডল	পিতাঃ মৃত শম্ভু মন্ডল	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
১৫	আশুরা খাতুন	স্বামীঃ আফছার সরদার	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
১৬	শ্রী রাম চন্দ্র বর	পিতাঃ ধীরেন চন্দ্র বর	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
১৭	রনজিৎ পাত্র	পিতাঃ শিবু পাত্র	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
১৮	শ্রীমতি তুলসী রানী	স্বামীঃ অজিৎ বর	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
১৯	রিজিয়া খাতুন	স্বামীঃ আমজাদ হোসেন	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
২০	মোঃ আবু শাহীন	পিতাঃ মৃত রুহুল কুদ্দুস	ফুলবাড়ি	পারুলিয়া
২১	রোবেলা খাতুন	স্বামীঃ মোঃ আব্দুল মজিদ	খাসপাড়া	পারুলিয়া
২২	মোছাঃ আনজুয়ারা	স্বামীঃ মোঃ আব্দুল করিম	খাসপাড়া	পারুলিয়া
২৩	মোঃ আবুল কাশেম	পিতাঃ মোঃ তছমতুল্লাহ	খাসপাড়া	পারুলিয়া
২৪	মোঃ ইউনুস আলি	পিতাঃ আব্দুস সোবহান	খাসপাড়া	পারুলিয়া
২৫	রাবেয়া খাতুন	স্বামীঃ শওকাত আলি	খাসপাড়া	পারুলিয়া
২৬	আমেনা খাতুন	স্বামীঃ মোঃ জিয়াদ আলি	খাসপাড়া	পারুলিয়া
২৭	ফজিলা খাতুন	স্বামীঃ আঃ গফ্ফার গাজী	খাসপাড়া	পারুলিয়া
২৮	ফজিলা খাতুন	স্বামীঃ মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	খাসপাড়া	পারুলিয়া
২৯	শহিদুল ইসলাম	পিতাঃ মৃত শহর আলী	খাসপাড়া	পারুলিয়া
৩০	মোঃ রিয়াজুল ইসলাম	পিতাঃ মোঃ সুজাউদ্দিন	খাসপাড়া	পারুলিয়া
৩১	সিরাজুল ইসলাম	পিতাঃ মোঃ সামছুদ্দিন	খাসপাড়া	পারুলিয়া
৩২	মোঃ আফছার আলি	পিতাঃ আমিনউদ্দিন গাজী	সেকেন্দ্রা	পারুলিয়া
৩৩	আনজুয়ারা খাতুন	স্বামীঃ মোঃ জহির গাজী	সেকেন্দ্রা	পারুলিয়া
৩৪	শংকরী রানী দাশী	স্বামীঃ নিমাই চন্দ্র দাশ	সেকেন্দ্রা	পারুলিয়া
৩৫	কার্তিক চন্দ্র হালদার	পিতাঃ মঙ্গল হালদার	সুবর্ণাবাদ	কুলিয়া
৩৬	ভবেন হালদার	পিতাঃ সুরেন্দ্র হালদার	সুবর্ণাবাদ	কুলিয়া
৩৭	আশুতোষ হালদার	পিতাঃ সুধীর হালদার	সুবর্ণাবাদ	কুলিয়া

৩৮	সন্নাসী মন্ডল	পিতাঃ সুবোল মন্ডল	সুবর্ণাবাদ	কুলিয়া
৩৯	স্বপন হালদার	পিতাঃ সুরেন্দ্র হালদার	সুবর্ণাবাদ	কুলিয়া
৪০	অরবিন্দ হালদার	পিতাঃ মঙ্গল হালদার	সুবর্ণাবাদ	কুলিয়া
৪১	রবীন্দ্র নাথ বর্মন	পিতাঃ জোতিন্দ্র বর্মণ	সুবর্ণাবাদ	কুলিয়া
৪২	লক্ষীকান্ত বর্মণ	পিতাঃ প্রফুল্ল বর্মণ	সুবর্ণাবাদ	কুলিয়া
৪৩	আশুতোষ মন্ডল	পিতাঃ গোপাল মন্ডল	সুবর্ণাবাদ	কুলিয়া
৪৪	অশোক হালদার	পিতাঃ জোগেন্দ্র হালদার	সুবর্ণাবাদ	কুলিয়া
৪৫	মুকুন্দ হালদার	পিতাঃ মহিন্দ্র হালদার	সুবর্ণাবাদ	কুলিয়া
৪৬	মোঃ আবু জাফর	পিতাঃ আঃ গফ্ফার	পাঁচপোতা	দেবহাটা
৪৭	মনোয়ারা খাতুন	পিতাঃ হারান বিশ্বাস	দঃ সখিপুর	সখিপুর
৪৮	সখিনা খাতুন	স্বামীঃ আবুল কাসেম	দঃ সখিপুর	সখিপুর
৪৯	মোহাম্মদ আলি	পিতাঃ বেলায়েত আলি	নারিকেলী	সখিপুর
৫০	মোঃ আরশাদ আলি	পিতাঃ মোঃ হানিফ গাজী	নারিকেলী	সখিপুর

এই ৫০ জন কৃষকের মধ্যে ৭ জন কৃষক সমন্বয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠণ করা হয়। যাদের মধ্যে একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্যরা সদস্য হিসাবে বিবেচিত।

রিসার্স কার্যক্রম ও কার্যক্রম পরিচালনা ঃ

মেলেকুড়ো কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের মধ্যে আছে...

- ধান চাষের সাথে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ;
- ধান চাষের সাথে রাক্ষুসী মাছ (বিশেষকরে ভেটকি) চাষ;
- মেলে চাষের সাথে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ:
- ঘেরের ভেড়িতে সবজী চাষ;
- ঘেরে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, ভেড়া, খরগোশ ও কবুতর চাষ।

এছাড়া সীড ব্যাংক নামক আরো একটি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

রিসার্স কার্যক্রম শুরুতে কৃষকদের সহযোগিতা নিয়ে হারি হিসেবে ১৫ বিঘা জমি নিয়ে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় যেখানে প্লট ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। তার আগে তিনটি অংশতে বাঁধ/ভেড়ি ও ক্যানেল তৈরী করা হয়।

প্রথম অংশ	দ্বিতীয় অংশ	তৃতীয় অংশ
ধান, মাছ ও সবজী প্লট	মেলে, মাছ ও সবজী প্লট	ভেটকি ও সবজী প্লট

এই গবেষনা কার্যক্রম ৫০ জন কৃষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও আগামী ১০ বছরের মধ্যে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও কার্য প্রণালী দেবহাটা উপজেলাসহ সাতক্ষীরা জেলার অন্যান্য উপজেলায়ও ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে সব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ঃ

২০০৫ সালে কৃষকদের সংগঠিত করে অদ্যাবধি যে সকল প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তা হল...

১. পরিবেশসম্মত উপায়ে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস চাষ প্রশিক্ষণ;
২. ধান চাষ ও সবজী চাষ প্রশিক্ষণ;
৩. গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ;
৪. ছাগল পালন প্রশিক্ষণ;
৫. মাদুর তৈরী প্রশিক্ষণ;
৬. কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ;
৭. মেলে চাষ প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ প্রদানের শেষে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত মাঠ পরিদর্শন এর ব্যবস্থা করা হয়...

১. উত্তরণ পরিচালিত পাটকেলঘাটার 'ফসল প্রকল্প' কার্যক্রম ভিজিট করা হয়।
২. কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য সংগঠণ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে তা দেখানোর জন্য শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী গ্রামে 'গণ উন্নয়ন ফেডারেশন' ভিজিট করা হয়।
৩. কাঁকড়ার উপর এক্সপোজার ভিজিট করার জন্য শ্যামনগর উপজেলার নকিপুর কাঁকড়ার ঘের পরিদর্শন করা হয়।
৪. দেবহাটা ও তালা উপজেলার বিভিন্ন গরুর দুগ্ধ খামার পরিদর্শণ করা হয়।

পরিবেশসম্মত উপায়ে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস চাষ প্রশিক্ষণ ঃ

প্রথমদিকে ৫০ জন কৃষকের পরিবেশসম্মত উপায়ে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরে চাহিদা নিরূপন করে ১৮ জন কৃষককে মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঘের প্রস্তুতের প্রথমিক ধারনা, ঘেরের পানির গুনাগুন, মাছের রোগ-বালাই, খাদ্য প্রয়োগ, দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্ত প্রায় মৎস্য চাষসহ সমন্বিত চাষ, ভেটকি চাষ, তেলাপিয়া চাষ, চিংড়ী চাষ, মাছের খাদ্য হিসবে কেঁচো উৎপাদন সর্বপরি মাছের বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে উত্তরণ এর কর্মকর্তাসহ উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা জেলা ও দেবহাটা উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা ও ওয়ার্ল্ড ফিস সেন্টারের মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ধান চাষ ও সবজী চাষ প্রশিক্ষণ ঃ

ক্রমাগত চিংড়ী চাষ সম্প্রসারণের ফলে ধান চাষের জমি দিন দিন কমে যাচ্ছে আর বিলুপ্ত হচ্ছে দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন ধান। একটু-আধটু জমিতে মৌসুম

ভিত্তিক ধান চাষ করা হলেও তা হাইব্রিড জাতের লাগানো হয় ফলে এলাকা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় প্রজাতির ধানগুলি। পাশাপাশি বিপর্যয় হচ্ছে পরিবেশের। কেননা এ হাইব্রিড জাতের ধান চাষে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে বৃষ্টির সময় সেগুলি ধুঁয়ে পানিতে পড়ার ফলে দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন জলজ প্রাণীর ঘটছে অকাল মৃত্যু। পাশাপাশি পরিবেশের হচ্ছে ব্যাপক বিপর্যয়। তাই স্থানীয় জাতের ধান চাষে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করানোর লক্ষ্যে লবণ সহনশীল জাতের ধান চাষের নিমিত্তে সদস্যদের নিয়ে প্রথমে ৫০ জনকে ও পরবর্তীতে চাহিদা নিরূপনের মাধ্যমে ২৩ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণে হাইব্রিড ও দেশীয় বীজের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য, পরিবেশসম্মত উপায়ে চাষাবাদ, ধানের বালাই দমন, প্রাকৃতিক সারের ব্যবহার ও কার্যকারিতা, কৃত্রিম সার ব্যবহারের অপকারিতা, মৌসুম ভিত্তিক ধান ও সবজী চাষ এবং রোগ-বালাই, সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, বাজারের সাথে সম্পর্ক রেখে উৎপাদন কৌশল, সবজী চাষের উপকারীতা, বসতবাড়ির আশেপাশে সবজী চাষ, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও বিকল্প কৃষি পদ্ধতি, ধানের জাত, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেবহাটা উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা ও উত্তরণ ফসল প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গরু ও ছাগল মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ ঃ

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দিনে দিনে কমে যাওয়ায় বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য গৃহপালিত পশু-পাখি কমে আসছে। তারপরও গৃহস্থলীদের বিভিন্ন কাজকর্মে গরু ছাগল একটি উপকারী পশু এবং গরীবের জন্য পশুপাখি ব্যাংক স্বরূপ। বাংলার চিরায়ত এ ঐতিহ্যকে ধরে রাখার মানসে মেলেকুড়ার কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী ১৮ জনকে এ বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণে দেবহাটা উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা ও ভি,এস উপস্থিত ছিলেন। এ প্রশিক্ষণে গরু মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্য, গরুর বাসস্থান, গরু নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়, গরু মোটাতাজাকরণে সুবিধা, মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে গরুকে কৃমি মুক্ত করা, খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। অন্যদিকে ছাগল পালনের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, ছাগলের জাত নির্বাচন, ছাগলের বাসস্থান ও খাদ্য, রোগব্যাধি ও টিকার উপর কৃষকদেব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মাদুর তৈরীর উপর প্রশিক্ষণ ঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে জলাবদ্ধ এবং লবনাক্ত এলাকায় ধান ও অন্যান্য অর্থকরী ফসল উৎপাদন লাভজনক না হওয়ায় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া ঝুঁকিপূর্ন হওয়ায় এই এলাকার মানুষের জীবন জীবিকা অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ হয়ে পড়েছে। বিগত সময়ে চাহিদা নিরূপন সভায় পারিবারিক পর্যায়ে মেলের চাষ সম্মন্ধে জনগণের মধ্যে আগ্রহ প্রকাশ পায় এবং মেলে চাষকে বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে সাধারণ জনগণ গুরুত্বপুর্ণ মনে করে। মেলের চাষ দীর্ঘদিন যাবৎ গরীব মানুষের একমাত্র আয়ের উৎস হিসেবে বৃহত্তর খুলনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মেলে চাষের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস করা সম্ভব। মেলের ব্যবহার বাংলাদেশে সুদীর্ঘ কাল থেকে হলেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেলের চাষ পদ্ধতি আমাদের দেশে বেশী দিনের নয়। মেলে চাষে খরচও কম লাগে তাই এই প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ৬ জন কৃষককে মেলে চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার বড়দল এলাকা থেকে প্রশিক্ষক এনে মেলেকুড়ো কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রে মেলে চাষ, মেলে কাটা, মেলে শুকানো, মাদুর তৈরীর উপকরণ, সুতা, ব্যাও এবং খুটি ফিট করা থেকে শুরু করে মাদুর বোনা এবং মাদুর ডিজাইনের উপর ১৮ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণ শেষে কৃষকরা তাদের বাড়িতে মাদুর তৈরী করে থাকে।

শেয়ারিং মিটিং ঃ

মেলেকুড়ো কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে দেবহাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ পশু সম্পদ, মৎস্য ও কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভা করা হয়। এ সভার উদ্দেশ্য হলো বিকল্প অভিযোজন এর পথ হিসাবে সরকারী বা উপজেলা পরিষদ থেকে কি কি সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব বা পেতে পারে, লবণ সহনশীল প্রজাতির ধান ও সবজী সম্পর্কে জানা, মাছের রোগ বালাই ও মাছ চাষের আধুনিক পদ্ধতি জানা, সীড ব্যাংক তৈরীতে করণীয় পদ্ধতিসহ সংগঠণটি রেজিষ্ট্রিকরণের প্রক্রিয়া জানা এবং গবেষনা কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মত বিনিময় সভা করা হয়।

মেলেকুড়ার প্লটসমূহ

ধান, মাছ ও সবজী প্লট ঃ

প্রথম ২টি বছরে রিসার্স হিসাবে ৪ বিঘা জমিতে ধান, মাছ ও সবজী চাষ করার নিমিত্তে ১৫ বিঘা জমির চারিধারে ভেড়ি বাঁধ দেওয়া হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে পুকুর/ঘেরে অহরহ মাছ চাষ করা হচ্ছে, কিন্তু সকল প্রজাতির মাছ পরিকল্পিতভাবে চাষ করা হচ্ছে না। বর্তমানে ঘের চাষীরা চিংড়ীর একক চাষের উপর নির্ভরশীল যা অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ।

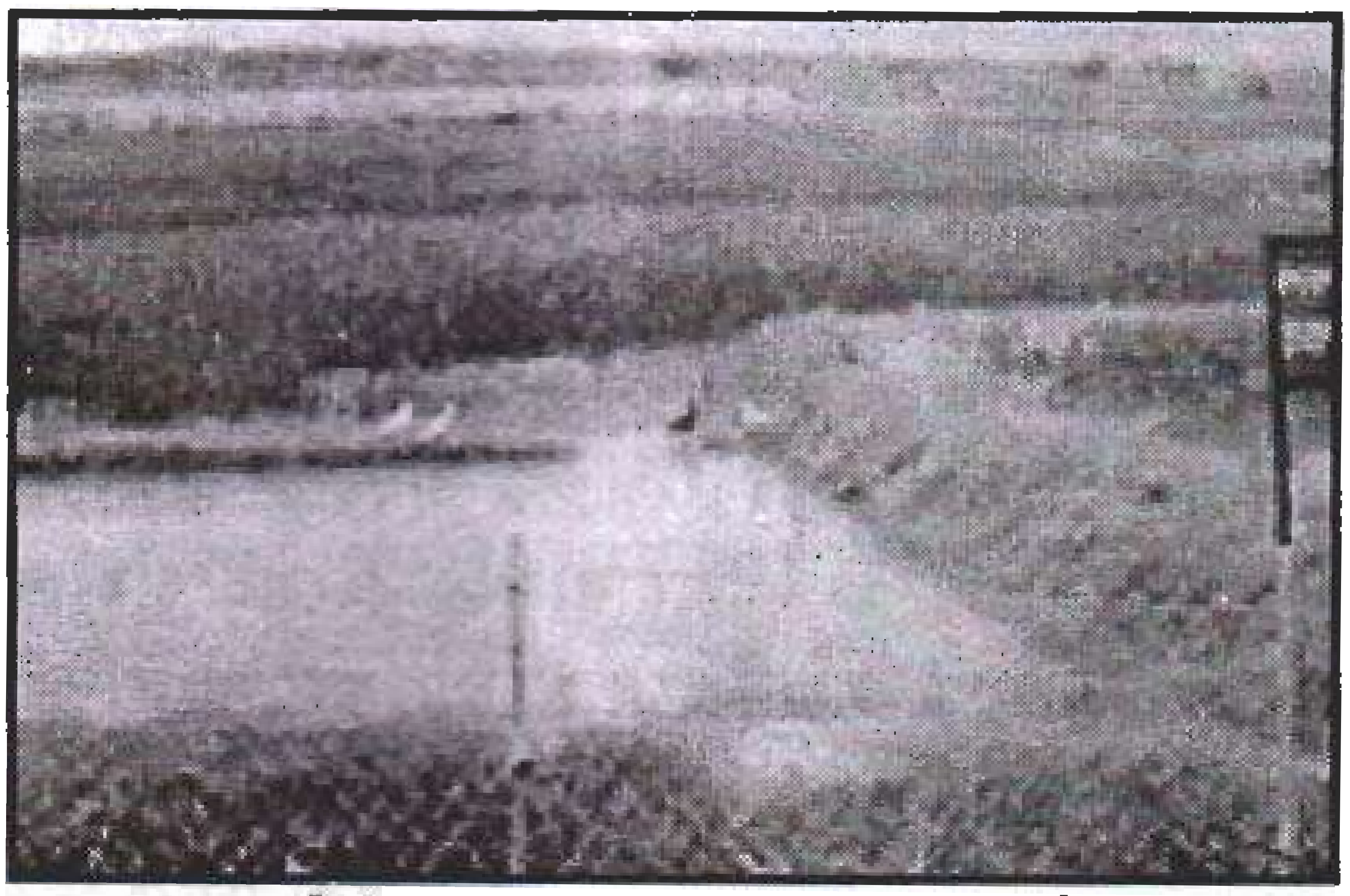

মেলেকুড়ো কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রে ধান, মাছ ও সবজী প্লটের দৃশ্য

প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা চিংড়ীর রোগের কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অধিকন্তু ক্রমেই চিংড়ীর পোনা ও খাদ্যের মুল্য বৃদ্ধি এবং আর্ন্তজাতিক বাজারে চিংড়ীর মুল্য হ্রাসের কারণে চিংড়ী চাষে লাভ কমে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মৎস্য চাষীরা অন্যদিকে চিংড়ীর একক চাষের ফলে পুকুর ও ঘেরে প্রাকৃতিক খাদ্য অব্যবহৃত থেকে যায়। সুতরাং অধিক উৎপাদন, আয় বৃদ্ধি, জমির সর্বোত্তম ব্যবহার ও ভারসম্যপূর্ণ জলজ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য মিশ্র মাছ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এটাকে মাথায় রেখে নিয়মানুযায়ী সাদা মাছ চাষ করা হয়। ভেড়িতে চাষ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরণের সবজী এবং ক্যানেলের উপরের অংশের জমিতে ধান চাষ করা হয়। ধান চাষ এলাকা থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কেননা ক্রমাগত চিংড়ী চাষ সম্প্রসারণের ফলে ধান চাষের জমি দিন দিন কমে যাচ্ছে, আর বিলুপ্ত হচ্ছে দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন ধান। একটু আধটু জমিতে মৌসুমী ধান চাষ করা হলেও তা হাইব্রিড জাতের লাগানো হয় ফলে এলাকা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় প্রজাতির বাপ-দাদাদের সোনার ধানগুলি। পাশাপাশি বিপর্যয় হচ্ছে পরিবেশ। কেননা এ হাইব্রিড জাতের ধান চাষে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে । রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বৃষ্টির সময় সেগুলি ধুঁয়ে পানিতে পড়ার ফলে দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন জলজ প্রানীর ঘটছে অকাল মৃত্যু। পাশাপাশি পরিবেশের হচ্ছে ব্যাপক বিপর্যয়। তাই স্থানীয় জাতের ধান চাষে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করানোর লক্ষ্যে লবণ সহনশীল জাতের ধান চাষের নিমিত্তে এখানে এই কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।

পশু পালন ঃ

অত্র এলাকায় গবাদী পশু পালনে যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ থাকলেও অপরিকল্পিত চিংড়ী ঘেরের কারণে গবাদী পশু পালন ব্যাহত হয়।

কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রে গরু মোটাতাজাকরণ দৃশ্য

অন্যদিকে যে সুযোগ আছে সে সুযোগও সঠিক প্রশিক্ষণ ও সময়মত টিকাদানে ব্যর্থতার জন্য পশু উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারছেনা। তাই এই কেন্দ্রের একপাশে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী ও খরগোশ পালন করা হয়। মেলে কাটার পর মেলের অবশিষ্টাংশ গরুর খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গরু-ছাগলের মল জৈব সার হিসেবে মাছের খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মাছ, মেলে ও সবজী প্লট ঃ

৫ বিঘা জমিকে এ কাজের আওতায় এনে উপরোল্লিখিত ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তবে এই প্রথম লবণ সহনশীল এলাকায় মেলে উৎপাদনের লক্ষ্যে পরীক্ষামুলকভাবে মেলের চাষ করা হয়। এই মেলের বীজ আশাশুনি উপজেলার বড়দল এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের জলাবদ্ধ এবং লবণাক্ত এলাকায় ধান ও অন্যান্য অর্থকারী ফসল উৎপাদন বর্তমানে লাভজনক না হওয়ায় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এই এলাকার মানুষের জীবন-যাপন প্রক্রিয়া অত্যন্ত হুমকীর সম্মুখীন। বিগত সময়ে চাহিদা নিরূপণ সভায় পারিবারিক পর্যায়ে মেলের চাষ সম্মন্ধে জনগণের মধ্যে আগ্রহ প্রকাশ পায় এবং মেলে চাষকে বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে সাধারণ জনগণ গুরুত্বপুর্ণ মনে করে। মেলের চাষ দীর্ঘদিন যাবৎ গরীব মানুষের একমাত্র আয়ের উৎস হিসেবে খুলনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মেলে চাষের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস পাওয়া সম্ভব। মেলের ব্যবহার বাংলাদেশে সুদীর্ঘ কাল থেকে হলেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে মেলের চাষ আমাদের দেশে বেশী দিনের নয়। বিগত সময়ে মেলে সাধারণতঃ সুন্দরবন এবং পার্শ্ববর্তী জলাবদ্ধ এলাকায় জন্মাতো। কিন্তু

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বানিজ্যিকভাবে চাষের মাধ্যমে মেলে উৎপাদন শুরু হয়েছে। সাধারনতঃ মাদুরসহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন ধামা, কুলা, টুপরী প্রভৃতি তৈরী করা সম্ভব। ব্যাপক লাভজনক ফসল হওয়ায় খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় যেমন তালা, পাইকগাছা, শ্যামনগর, আশাশুনিতে বানিজ্যিকভাবে মেলে চাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। অন্যান্য এলাকাতেও এই চাষের সম্প্রসারণ সম্ভব। মেলের চাষে প্রাথমিক খরচ একটু বেশী হলেও দীর্ঘদিন ধরে (১০-১৫ বছর) একই জমিতে ফসল উৎপাদন করা যায় এবং মেলের চাষ অর্থনৈতিক ভাবে অন্যান্য ফসলের তুলনায় অধিক লাভজনক বলে মেলে চাষের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবার সমুহের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব।

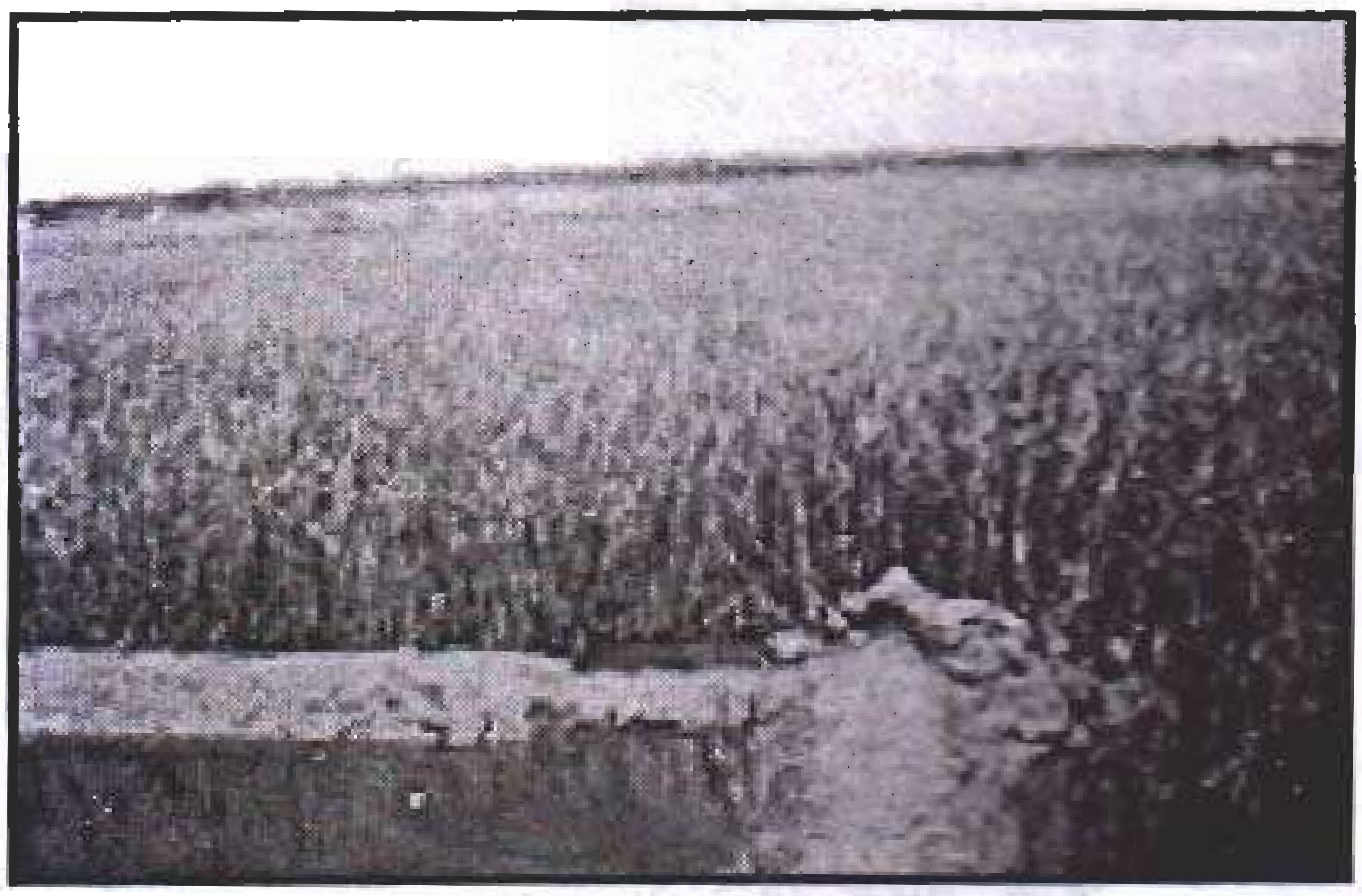

মেলে প্লটে মেলে চাষ করার দৃশ্য

মেলে সাধারনতঃ দেশের প্রেক্ষাপটে ও পরিবর্তিত (জলাবদ্ধ ও হালকা লনণাক্ত) পরিবেশেও চাষ করা যায়। কাজেই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মেলের চাষ একটি সম্ভাবনাময় খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসেবে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করবে। প্রথম বছর মেলে চাষে সফলতা লাভ না করলেও দ্বিতীয় বছর থেকে এখানে মেলে চাষ সুন্দরভাবে এবং চাষ প্রক্রিয়া অনুসরন করা হয় ফলে ব্যাপকভাবে রিসার্স প্লটে মেলে উৎপাদিত হয়। ঐ মেলে কেটে শুকিয়ে বড়দল থেকে প্রশিক্ষক এনে আগ্রহী কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরে কৃষকেরা প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদের নিজস্ব বাড়িতে মেলে নিয়ে মাদুর তৈরী শুরু করে। চলতি বছর মেলে চাষে সফলতা পাওয়ায় প্লটের কৃষকরা তাদের নিজস্ব জমিতে মেলে চাষ করবে। মেলের জমির পাশের ক্যানেলে কৃষকরা বাগদা মাছের বিপরীতে দেশী প্রজাতির মিশ্র মাছ চাষ করছে এবং ভেড়িতে বিভিন্ন প্রজাতির সবজী চাষ করছে।

ভেটকি ও সবজী প্লট ঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে এককভাবে বাগদা চাষ করাসহ এলাকায় ছোট-খাট অনেক বিলে চিংড়ী চাষ করা হয়ে থাকে। নদী বিধৌত এলাকা হওয়ায় নোনা পানির আধিক্য থাকায় এবং মিষ্টি পানি সহজলভ্য হওয়ায় বাগদার

পাশাপাশি গলদা ও সাদা মাছের চাষ উপযোগী পরিবেশ বিরাজমান। এলাকার অসংখ্য পুকুর আছে। যেখানে মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। পুকুর ছাড়াও জলাশয় আছে অনেক। এগুলোকে পরিকল্পিতভাবে মৎস্য চাষের আওতায় এনে মাছ চাষ করলে মানুষের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দরিদ্র দূরীকরণে একধাপ এগিয়ে যাওয়া যাবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল তথা সমুদ্রপোকুলীয় হওয়ায়, নোনা পানির আধিক্য থাকায় বাগদা মাছের চাষ এখানে প্রচুর। পাশাপাশি উঁচু এলাকাতে খুব সামান্য মিষ্টি পানি থাকায় বাগদার পাশাপাশি এলাকার জনগণ গলদা ও সাদা মাছের চাষ করে। চিংড়ী বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানীকারক পণ্যের অন্যতম। যার মাধ্যমে দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কিন্তু এলাকার চাষীদের অজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব ও সহযোগিতাসহ যোগাযোগের অবস্থা নাজুক থাকায় প্রতি বছর চিংড়ী চাষে এলাকার জনসাধারণের এক বিরাট অংশ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ভেটকি ও সবজী প্লট

তাছাড়া অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অজ্ঞাত রোগ দ্বারা চিংড়ী মাছ আক্রান্ত ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে এ সমস্যা দেখা দেয়। উপকূলীয় এলাকা দিনে দুইবার জোয়ার দ্বারা প্লাবিত হয়। এর জীব-বৈচিত্র্য বিশেষকরে জলজ জীব-বৈচিত্র্য অনন্য। সামুদ্রিক জলজ প্রাণীরা তাদের জীবন চক্রের বিশেষকরে প্রজনন ও কৈশোরকালীন এই জলাভূমিকে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু উপকূলীয় বাঁধ এ এলাকার অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করেছে। ইতোমধ্যে বহু প্রজাতির সামুদ্রিক জলজ প্রাণীসহ দেশী প্রজাতির মাছ বিলুপ্তি ঘটেছে এবং অবশিষ্ট প্রজাতিও ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। যে উপকুলীয় বাঁধ তৈরী করা হয়েছিল কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, সে উপকুলীয় বাঁধ এখন ব্যবহার হচ্ছে চিংড়ী চাষের জন্য। এই চিংড়ী চাষ সম্প্রসারণের ফলে এলাকার অনেক মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। কারণ চিংড়ী হলো পূঁজিঘণ কার্যক্রম। এখানকার মানুষেরা বিশেষ করে মৎস্যজীবিরা উপকুলীয় বাঁধের পূর্বে নদী, খাল-বিল, থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। তা আজ আর সম্ভবপর নয়। কারণ পূর্বে মাছ ছিলো সমাজের সম্পদ বর্তমানে তা ব্যক্তিগত

সম্পদে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে উপকুলীয় বাঁধ নির্মাণের পূর্বে জোয়ারবাহিত পলি জোয়ার ভাটার প্লাবণ ভূমিতে অবক্ষেপিত হতো। কিন্তু বর্তমানে তা জোয়ার ভাটার প্লাবণ ভূমিতে অবক্ষেপিত না হয়ে নদী বক্ষে অবক্ষেপিত হয়ে ইতোমধ্যে এলাকার নদীগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নাব্যতা হারিয়ে ভরাট হওয়ার উপক্রম। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়। ফলে প্রতি বছর কোন না কোন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা আগামীতে আরো প্রকট আকার ধারণ করে এলাকাবাসীর জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে তুলবে। খাল-বিলে জলাভূমিতে পূর্বে প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় প্রজাতির বিলের মাছ ও নদীর মাছ পাওয়া যেত। ফলে মানুষের আমিষের অভাব ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে প্রয়োজনীয় আবাসস্থলের অভাবে এ সকল মাছ এখন বিলুপ্তির পথে। ফলে জীব-বৈচিত্র্য বিশেষ করে জলজ জীব-বৈচিত্র্য এখন হুমকির সম্মুখীন। পাশাপাশি বিল বা জলাভূমিতে দেশীয় প্রজাতির মা মাছের বিলুপ্তি ও বিপন্নতা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া দেশীয় মাছের বিলুপ্তি ও বিপন্নতা, মাছের আবাসস্থল, প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ফলে এ সব মাছ যেমন এলাকা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তেমনি সাধারণ মানুষ উন্মুক্ত জলাভূমি বা বিল থেকে মাছ সংগ্রহ করতে পারছেনা। ফলে আমিষের অভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দিয়েছে। এলাকায় দেশী মাছের বিপন্নতা রোধ ও দেশীয় মাছের প্রাচুর্যতা ফিরে আনার জন্য রিসার্স কেন্দ্রে দেশী প্রজাতির ভেটকি চাষ শুরু করা হয়েছে এবং এই কেন্দ্রে ইরি মৌসুমে দেশী প্রজাতির ধানের চাষ করে সম্পুর্ন ধানটি বীজ হিসেবে বাজারজাত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

সীড ব্যাংক ঃ

বিলুপ্ত প্রায় দেশজ ফসল রক্ষার্থে গবেষনা কাজের অধীনে একটি সীড ব্যাংক খোলার ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে। যার উদ্দেশ্য...

১. স্থানীয় কৃষি বীজ সংরক্ষণ ও চাষাবাদ;
২. স্থানীয় প্রজাতির মৎস্য চাষ ও সংরক্ষণ;
৩. লবণ সহনশীল প্রজাতির ধান ও সবজীর বীজ সংরক্ষণ;
৪. দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্ত প্রায় মৎস্য সংরক্ষণ ও চাষাবাদ করা।

এলাকার যে সকল দেশী প্রজাতির ধান, তরিতরকারী উৎপাদন হত বর্তমানে জমির পরিমান কমে যওয়ায় ও নোনা পানি ঢোকানোর কারণে সে সকল সবজী, তরিতরকারী ও ধান উৎপাদন হয়না। তাছাড়া...

- ভালোমানের বীজের অভাব;
- উন্নতমানের বীজের দাম বেশী ও বিপনন খরচ বেশী;

- সময়মত বীজ পাওয়া যায় না;
- ভিত্তি বীজের অভাব।

যেহেতু বীজের জন্য কৃষকদের অনেক দূরে যেতে হয় ফলে সময় ও অর্থের খরচ খুব বেশী এ সব কারণে এলাকার বৃহত্তর স্বার্থে ও কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষকেরা সীড ব্যাংক করতে আগ্রহী হয়েছে।

পরিবেশ বিপর্যয়ের এই দুর্দিনে দেশজ ফসল রক্ষার্থে এই সীড ব্যাংকের মাধ্যমে এলাকাবাসী নিম্নরূপ সুবিধা ভোগ করতে পারবে...

১. সঠিক সময়ে তারা নিজেরা তাদের বীজ ভান্ডার থেকে বীজ সংগ্রহ ও চাষাবাদ করতে পারবে;
২. নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পর এলাকায় বীজের চাহিদা পূরণ করতে পারবে;
৩. প্রতিকুল পরিবেশে একইভাবে তারা বীজ সংরক্ষণ করতে পারবে;
৪. দেশীয় প্রজাতির ও ভালোমানের বীজ সংগ্রহে এটির ভূমিকা থাকবে;
৫. বিলুপ্ত প্রায় বিভিন্ন প্রজাতির বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে;
৬. আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে;
৭. উচ্চ ফলনশীল হাইব্রীড বীজ এর চাহিদা কমে আসবে।

বীজ সংরক্ষণের জন্য কৃষকদের নিজস্বভাবে তৈরী সীড ব্যাংক

গবেষনালব্ধ ফসলের উপর ভিত্তি করে উত্তরণ, একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় রুরাল সোসিও ইকোনোমিক আপলিফটমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে উল্লেখিত এলাকায় বিকল্প জীবিকায়ন বা বিকল্প কৃষি পদ্ধতির বিস্তারের জন্য ব্যাপকহারে কৃষকদের কারিগরী ও কৌশলগত এবং উন্নতমানের কৃষি উপকরণাদী সরবরাহের সহযোগিতা করার মানসে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বর্তমানে এসব কার্যক্রম সফলতার সাথে কৃষকদের নিজস্বভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। স্থানীয় জনগণ উত্তরণ এর চলমান প্রকল্পের কার্যক্রমের সফলদিক বিবেচনা করে তারা এই ধরণের কার্যক্রমে ব্যাপকহারে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং নিজেরা উত্তরণ ও প্রতিবেশীদের থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এবং অন্যান্য সহযোগিতা নিয়ে বিকল্প কৃষি পদ্ধতি বাস্ত বায়ন করেছে। যেহেতু এই ধরণের কৃষি পদ্ধতি অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত

দিক দিয়ে অত্যন্ত লাভজনক। তাই অত্র এলাকায় এসব কার্যক্রম দ্রুত বিস্তার লাভ করার ও জনগণের মাঝে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রেরণা জোগানোর জন্য এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

কৃষক ও বর্তমান কার্যক্রম ঃ

মেলেকুড়ো কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর কৃষকরা নিজস্বভাবে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে তার বিবরণ দেয়া হলঃ

ক্রম	নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
০১	শরিফুল ইসলাম পিতা-মৃত রুস্তম আলি সরদার গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	**৫ বিঘা ঘের নিয়ে ২ জনে শেয়ারে মাছ চাষ করছেন। মাছের** মধ্যে **আছে বাগদা,** গলদা, **রুই, মৃগেল** ও **কাতলা। এ পর্যন্ত** তার **মোট খরচ** হয়েছে **৬০,০০০ টাকা।** তার **ঘেরের ভেড়িতে** এই **বছর প্রথম** সবজীর **চাষ করেন।** সবজীর **মধ্যে আছে** ঢেঁড়স, **লাউ, মিষ্টি** কুমড়া, **ধুন্দল প্রভৃতি।** তিনি **মাছ ও সবজী** বিক্রি **করেন** ৯০,০০০ **টাকা।**	শরিফুল বলেন, উত্তরণ থেকে মাছ ও সবজী চাষের উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজের প্রজেক্টে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মাছ ও সবজী চাষে সাফল্য পেয়েছেন। তিনি আরো বলেন, পূর্বে ঘের ভেড়িতে কোন সবজী ও পরিকল্পিতভাবে কোন মাছ চাষ করতেন না। কিন্তু প্রশিক্ষণ পেয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ ও সবজী চাষ করেছেন।
০২	মোঃ হাবিবুল্লাহ পিতা ঃ মৃত আঃ হাকিম সরদার গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	**৭ বিঘার ঘেরে** ২ জন শেয়ারে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তার ঘেরের মাছের মধ্যে আছে ভেটকি, ফাইশা, গ্রাসকার্প, বাগদা, গলদা	তিনি বলেন, মেলেকুড়া কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্য হওয়ায় মাছ ও সবজী চাষের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন

		ইত্যাদি। এ পর্যন্ত তার ঘেরে খরচের পরিমাণ ৭০,০০০ টাকা। ভেড়িতে সবজীর চাষ করেছেন। সবজীর মধ্যে আছে লাউ, ঢেঁড়স, পুঁইশাক প্রভৃতি। এ পর্যন্ত তার মোট আয় হয়েছে ১,১০,০০০ টাকা।	এবং সেই প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা তার প্রজেক্টে কাজে লাগিয়ে সফলতা পেয়েছেন।
০৩	নব কুমার পিতা ঃ মৃত রোমনাথ গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	৪ বিঘা জমির হারি হিসেবে ঘের করেন। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ৪৫,০০০ টাকা। ঘেরে মাছের মধ্যে আছে বাগদা, গলদা, ভেটকি, ফাইশা, গ্রাসকার্প, ইত্যাদি। ঘেরের ভেড়িতে লাউ, সীম, ঢেঁড়স, পুঁইশাক ইত্যাদি সবজীর চাষ করেন কিন্তু লাউ ছাড়া বাকি সবজী ভালো হয়নি। এ পর্যন্ত তার মোট বিক্রির পরিমান ৬০,০০০ টাকা।	নব কুমার বলেন, মাছ চাষ সম্পর্কে তার তেমন কোন অভিজ্ঞতা ছিলোনা কিন্তু মেলেকুড়োর সদস্য হওয়ায় উত্তরণ থেকে মাছ ও সবজীর উপর প্রশিক্ষণ পান। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান নিয়ে তিনি তার ঘেরে বাস্তবে প্রয়োগ করেন এবং ভেড়িতে এই প্রথম সবজী চাষ করেন।
০৪	চিত্তরঞ্জন বর পিতা ঃ সুবোল বর গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৬ বিঘার একটি ঘের আছে। দুই জনে শেয়ারে ঘের করেন। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ৬০,০০০ টাকা। তার ঘেরে মাছের মধ্যে ছিল বাগদা, গলদা, রুই, কাতলা, মৃগেল, ফাইসা ও তেলাপিয়া। তিনি তার ঘেরের	গত বৎসর তার প্রজেক্টে ভালো সবজী হয়েছিলো। এ বছর ছাগলের উৎপাতে সবজী ভালো হয়নি। তবে মাছের চাষ ভালো হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষেতে সার প্রয়োগ করার ফলে চলতি বছর ধান

		পাশের জমিতে সবজির চাষ করেছেন। সবজির ভিতরে কচুরমুখি অন্যতম। এ পর্যন্ত তিনি মাছ বিক্রি করেন ১,০০,০০০ টাকা।	ভালো ফলেছে। তিনি ফসল প্রকল্প ভিজিট করার পর সে আলোকে ক্ষেত রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং ভালো ফসল পাচ্ছেন বলে জানান।
০৫.	শ্রী দুলাল চন্দ্র বর পিতা ঃ শ্রী সুবল চন্দ্র বর গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	৬ বিঘা জমির ঘেরে একজন শেয়ার আছেন। তার মোট খরচের পরিমাণ ৬০,০০০ টাকা। আর আয় হয়েছে ৪০,০০০ টাকা। বর্তমানে তার ঘেরে ফাইশা, বাগদা, রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি মাছ রয়েছে। তার প্রজেক্টে সবজী ভালো হয়নি। কারণ হিসাবে তিনি বলেন, এলাকার ছাগলের উৎপাত বেশী। তার ঘেরের মাছের অবস্থা বেশ ভালো.	প্রশিক্ষণ পেয়ে তার সমন্বিত মাছ চাষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়েছে। মাছের রোগ বালাই সম্পর্কে তার ধারণা হয়েছে। তবে তিনি আশা করেন চলতি বছর মাছ থেকে ভালো লাভ পাবেন।
০৬	শ্রী তারক চন্দ্র পিতা ঃ কেষ্ট বুদুক গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তিনি ৫ বিঘা জমির ঘের করেছেন। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ৮০,০০০ টাকা আর আয় হয়েছে ৪০,০০০ টাকা। তিনি বলেন, এবার তার ঘেরে ভাইরাস লেগে মাছ মারা গেছে। বর্তমানে ঘেরের ভেড়িতে লাউ, পুঁইশাক, ঢেঁড়স, মিষ্টিকুমড়া রয়েছে আর	তিনি মাছ ও সবজী চাষের প্রশিক্ষণ পেয়ে কাজে লাগাতে পারেনি কারণ ভাইরাসে মাছ মারা গেছে তবে বর্তমানে প্রজেক্টের অবস্থা মোটামুটি ভালো। আশা করছেন বছরের শেষের দিকে তিনি লাভবান হতে পারেন।

		মাছের মধ্যে আছে বাগদা, গলদা, রুই, কাতলা, ফাইসা ও খরশুল্যা।	
০৭	বিনয় চন্দ্র বর পিতা ঃ শ্রী সুবল চন্দ্র বর গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার এক বিঘার একটি ঘের আছে। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ১৩,০০০ টাকা আর আয় হয় ১০,০০০ টাকা। জমিতে ধানের ফলন ভালো হয়েছে। বর্তমান তার ঘেরে লাউ, মিষ্টিকুমড়া ভালো হয়েছে। আর মাছের মধ্যে রয়েছে রূপচাঁদা, বাগদা, রুই, কাতলা ও মৃগেল।	প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা তিনি কৃষি কাজে লাগিয়ে সাফল্য পেয়েছেন। তিনি সারের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।
০৮	নূরুল ইসলাম পিতা ঃ মৃত রুস্তম সরদার গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার কোন ঘের নেই। তবে ছোট একটি পুকুর আছে যে পুকুরে তিনি মাছ চাষ করেন। আর পুকুর পাড়ের জমিতে সবজী চাষ করেন। সবজীর মধ্যে আছে লাউ পুঁইশাক, ঝাল ইত্যাদি। আর মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, মৃগেল, মায়া মাছ ইত্যাদি।	এবার তিনি গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ভাগ্যের চাকা ঘোরানোর জন্য তিনি প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে গরু মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছেন।
০৯	শ্রী রঞ্জন বর পিতা ঃ সুবল চন্দ্র গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তিনি ৩ বিঘা জমির ঘের করেন। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। আর আয় হয়েছে ৩৫,০০০ টাকা। বর্তমানে প্রজেক্টে মাছ আছে বাগদা, গলদা, রুই, কাতলা, মৃগেল,	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ করার পদ্ধতি জানতে পেরেছেন। এবং তিনি গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ নিয়ে এ প্রকল্প হাতে

		ফাইশা। তার প্রজেক্টে সবজীর চাষ ভালো হয়নি। কারণ ঐ এলাকায় ছাগলের উৎপাত বেশী। তবে তিনি বাড়িতে কচুরমুখী, মিষ্টিকুমড়া, বেগুন ও পেঁপের চাষ করেছেন।	নিয়েছেন।
১০	সুফিয়া বেগম স্বামী ঃ মোঃ আঃ রাজ্জাক গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	সুফিয়া খুবই গরীব, তার কোন ঘের নেই। তবে ৫ কাটা জমির উপর সবজী চাষ করেন। বর্তমানে তিনি জমিতে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স চাষ করেছেন।	গরীব হওয়ার কারণে এবার মাদুর বোনার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। রিসার্স কেন্দ্র থেকে মেলে সংগ্রহ করে বাড়িতে মাদুর তৈরীর উপকরণ তৈরী করে মাদুর তৈরী করছেন।
১১	জীবন নাহার স্বামী ঃ গফ্ফার সরদার গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ১ বিঘার একটি নিজস্ব পুকুর আছে। তিনি শেয়ারে মাছ চাষ করেন। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ১৮,০০০ টাকা আর আয় হয়েছে ১৬,০০০ টাকা। তার পুকুরধারে সবজী লাগানোর মত কোন জায়গা নেই। কারণ চারিদিকে তাল ও খেজুরগাছ দ্বারা বেষ্টিত। তবে ভিটা বাড়িতে তিনি বিভিন্ন সবজীর চাষ করেন।	পরিকল্পিত মিশ্র চাষ সম্পর্কে তার ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিনি মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে তার পুকুরে মাছ চাষ করছেন।
১২	নাসিমা আখতার স্বামী ঃ আব্দুল্লাহ গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা,	তার ১ বিঘার একটি পুকুর আছে শেয়ারে মাছ চাষ করেন। এ পর্যন্ত তার খরচ হয়েছে ১৭,০০০ টাকা	মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি ভালো সাফল্য পেয়েছেন। তিনি দর্জি প্রশিক্ষণ নিতে

	সাতক্ষীরা।	আয় হয়েছে ২০,০০০ টাকা। পুকুরের পাড়ে সবজী লাগোনোর মত জায়গা নেই বলে বাড়ির ভিটায় সবজী চাষ করেন। পুকুরে মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, বাগদা, গলদা, রূপচাঁদা, পায়রাতালি ইত্যাদি।	চান।
১৩	শ্রী অমল মন্ডল পিতা ঃ মৃত শম্ভু মন্ডল গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	অমল খুব গরীব। তিনি ২ বিঘা জমির ঘের করেন। এ পর্যন্ত তার ঘেরে খরচ হয়েছে ২০,০০০ টাকা। আর আয় হয়েছে ১৫,০০০ টাকা। বর্তমানে তার প্রজেক্টে বাগদা, গলদা, রুই, কাতলা, মৃগেল, ফাইশা মাছ আছে। তবে প্রজেক্টে সবজী ভালো হয়নি। নতুন করে আবার লাগানো হয়েছে।	এবার তিনি মাদুর তৈরীর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। পূর্বে তিনি মাছ চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে তার প্রজেক্টে কাজে লাগিয়ে সাফল্য পেয়েছেন।
১৪	শ্রী হাজের মন্ডল পিতা ঃ মৃত শম্ভু মন্ডল গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৪ বিঘার একটি ঘের আছে। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ৪০,০০০ টাকা আর আয় হয়েছে ২০,০০০ টাকা। মাছে প্রথম দিকে ভাইরাস লেগেছিল কিন্তু এখন মাছের অবস্থা ভাল। বর্তমানে তার প্রজেক্টে রুই, কাতলা, ফাইসা, ভেটকী, গলদা, বাগদা মাছ আছে তবে তার প্রজেক্টে সবজী ভাল	প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েও সফলতা লাভ করতে পারেননি। মাছ চাষের উপর তিনি পুনরায় প্রশিক্ষণ নিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করবেন।

		হয়নি । কারণ প্রচুর ছাগলের কারণে সবজী রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তবে বাড়ির ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের সবজী লাগিয়েছেন।	
১৫	আশুরা খাতুন স্বামী ঃ আফছার সরদার। গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৫ কাঠার একটি পুকুর আছে। তাতে ১,০০০ টাকার মাছ ছেড়েছেন। পুকুরের পাড়ে সবজী লাগিয়েছেন : বাড়িতে গরু পালন করেন।	এবার তিনি মাদুর তৈরী করার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। মাদুর তৈরী করে আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করেছেন।
১৬	শ্রী রাম চন্দ্র বর পিতা ঃ ধীরেন চন্দ্র বর গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ১ বিঘার একটি পুকুর আছে। বর্তমান এ পুকুরে মাছ ছাড়া বাবদ খরচ হয়েছে ১৫,০০০ টাকা। আয় হয়েছে ৮,০০০ টাকা। পুকুরের ধারে সবজী লাগানোর মত পয়সা তার নেই, তবে বাড়িতে সবজী চাষ করেন। তার পুকুরে মাছের অবস্থা খুব ভাল । তার ঘেরে মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, বাগদা, গলদা, রূপচাঁদা ও ফাইসা।	মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি সে অভিজ্ঞতা তার প্রজেক্টে কাজে লাগান। তবে আরও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পুনরায় মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিবেন।
১৭	শ্রী রণজিৎ পাত্র পিতা ঃ শিবু পাত্র গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	রনজিৎ পাত্রের ২ বিঘা জমির ঘের আছে। এ পর্যন্ত তার খরচ হয়েছে ৩৬,০০০ টাকা আর আয় হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। তিনি বলেন, প্রথম চার মাস একক মাছের চাষ	উত্তরণ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে তা কাজে লাগিয়ে তিনি মাছ চাষে লাভ করতে পেরেছেন।

		করেছেন এবং পরে মিশ্র মাছের চাষ করেছেন। বর্তমানে তার ঘেরে মাছ আছে বাগদা, গলদা, রুই, পাঙ্গাস টেংরা ইত্যাদি। কিন্তু তার ঘেরে কোন সবজী হয়নি। ছাগলের উৎপাতের কারণে সবজী লাগাতে পারেন নি।	
১৮	তুলসী রানী স্বামী ঃ অজিত বর গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ১ বিঘার একটি পুকুর আছে। ঐ পুকুরে মাছ চাষ করেন। মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, মৃগেল, বাগদা, গলদা ইত্যাদি। তিনি কোন সবজীর চাষ করেননি। এ পর্যন্ত তার মাছ ছেড়ে দেয়া বাবদ খরচ হয়েছে ১৫,০০০ টাকা। খাওয়ার মাছ হিসেবে মাছ ধরা ছাড়া এখনো মাছ বিক্রি করেননি।	মাছ চাষের উপর পূর্বে তার কোন প্রশিক্ষণ ছিলো না। মেলেকুড়োর সদস্য হওয়ায় উত্তরণ থেকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ পেয়ে তার নিজের পুকুরে পরিকল্পিতভাবে স্তর ভেদে বিভিন্ন মাছ চাষ করছেন।
১৯	রিজিয়া খাতুন স্বামী ঃ আমজাদ হোসেন গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ১০ কাঠার একটি পুকুর আছে। এই পুকুরে মাছ চাষ করেন। মাছের ভিতরে আছে পায়রাতালি, খরশুল্যা, বাগদা, গলদা, রুই, কাতলা। বর্তমানে তার পুকুরে মাছের অবস্থা খুব ভালো। এ পর্যন্ত তার প্রজেক্টে মাছ ছাড়ার পরিমাণ ২,০০০	মাছ চাষের প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি তার প্রজেক্টে কাজে লাগান এবং পুকুরপাড়ে এই প্রথম তিনি সবজী চাষ করেছেন।

		টাকা। মাছের অবস্থা খুবই ভালো তবে এখনো কোন মাছ বিক্রি করেননি। পুকুরের পাড়ে সবজী চাষ করেছেন। সবজীর মধ্যে আছে মিষ্টিকুমড়া, ঢেঁড়স, লাউ।	
২০	আবু শাহিন পিতা ঃ মৃত রুহুল কুদ্দুস গ্রাম ঃ ফুলবাড়ী, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ছোট ছোট ৪ টি পুকুর আছে। এই পুকুরে সাদা মাছের রেণুর চাষ করেন। এবং পুকুরের পাড়ে সবজীর চাষ করেছেন। সবজীর মধ্যে আছে মুলা, পালং, লালশাক, করলা ও লাউ।	প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান নিয়ে তিনি তার প্রজেক্টে কাজে লাগিয়ে সাফল্য পেয়েছেন। তিনি বলেন যে, ইতোপূর্বে মাছের রেণু নার্সিং এর উপর তার কোন প্রশিক্ষণ ছিলোনা বা কোন প্রশিক্ষণ পাননি।
২১	রুবিলা খাতুন স্বামী ঃ আঃ মজিদ গ্রাম ঃ খাসপাড়া, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ২ বিঘার একটি ঘের আছে। লিজ ও হারি হিসেবে তিনি মাছ চাষ করেন। মাছের মধ্যে আছে বাগদা, গলদা, রুই, কাতলা, তেলাপিয়া। প্লটে তিনি ধানের চাষ করেন। কিন্তু এবার মাছে লাভ করতে পারেননি। কারণ প্রচন্ড গরম ও ভাইরাসে তার মাছ মারা যায়। তবে তার ঘেরের ভেড়িতে সবজীর চাষ করেছেন। সবজী খুব ভালো হয়েছে। সবজীর মধ্যে	প্রশিক্ষণ পেয়েও তিনি আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারেননি। তবে আগামীতে তিনি পরিকল্পিতভাবে মাছ ও সবজী চাষ করবেন।

		আছে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, ধুন্দল, ঝিঙে।	
২২	আঞ্জুয়ারা খাতুন স্বামী ঃ মোঃ আব্দুল করিম গ্রাম ঃ খাসপাড়া, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৪ বিঘার একটি ঘের আছে। লিজ নিয়ে তিনি মাছ চাষ করেন। তার ঘেরে মাছের মাধ্যে আছে রুই, কাতলা, গলদা, বাগদা, গ্রাসকার্প, ভেটকি। এ পর্যন্ত তার ঘেরে খরচ হয়েছে ৮০,০০০ টাকা। কিন্তু প্রথম দিকে প্রচন্ড গরম ও ভাইরাসের কারণে তার ঘেরের মাছ মারা যায়। তারপরও তিনি মাছ বিক্রি করেছেন ৪০,০০০ টাকা। তার প্রজেক্টে ভালো সবজী হয়নি।	প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান দিয়ে প্রজেক্টে কাজে লাগিয়ে তিনি তেমন সাফল্য পাননি। তবে তিনি আশা করেন যে, বছরের শেষে তার আসল টাকা উঠে আসবে।
২৩	আবুল কাশেম পিতা ঃ মোঃ তছমতুল্লাহ গ্রাম ঃ খাসপাড়া, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৬ বিঘার একটি ঘের আছে। হারি নিয়ে তিনি মাছ চাষ করে। তার ঘেরের একপাশে ভেটকি চাষের একটি আলাদা প্রজেক্ট আছে। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ৮০,০০০ টাকা আর বিক্রি হয়েছে ৬০,০০০ টাকা। তবে প্রজেক্টে এখনো মাছের মধ্যে আছে ভেটকি, রুই, কাতলা, গলদা ইত্যাদি এবং ঘের ভেড়িতে সবজীর চাষ করেছেন। সবজীর মধ্যে আছে লাউ, পুঁইশাক, ধুন্দল ইত্যাদি।	তার প্রজেক্টে যে মাছ আছে তাতে তিনি আশা করেন যে, বছরের শেষে লাভবান হবেন। তিনি বলেন এবার তার লাভের মুল কারণ হচ্ছে উত্তরণ থেকে দেশীয় মাছের মিশ্র চাষের উপরে প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং তার প্রয়োগ।

২৪	ইউনুস আলি পিতা ঃ আব্দুস সোবহান গ্রাম ঃ খাসপাড়া, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৫ কাটার একটি পুকুর আছে। ঐ পুকুরে তিনি মাছ চাষ করেন। এ পর্যন্ত ১,৫০০ টাকার মাছ ছেড়েছেন। মাছের মধ্যে আছে দেশীয় প্রজাতির রুই, মৃগেল, গ্রাসকার্প আর পুকুরের পাড়ে মানকচু, পুঁইশাক প্রভৃতি লাগিয়েছেন।	আগে তার পুকুরে এভাবে মাছ চাষ করতেন না। প্রশিক্ষণ পেয়ে অল্প জায়গায় মাছ চাষ করেছেন। তিনি আশা করেন, তার সারা বছরের খাওয়ার মাছ থেকেও কিছু মাছ বিক্রি করতে পারবেন।
২৫	রাবেয়া খাতুন স্বামী ঃ শওকাত আলি গ্রাম ঃ খাসপাড়া, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ১ বিঘার একটি পুকুর আছে। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ২,০০০ টাকা। আর আয় হয়েছে ১,০০০ টাকা। বর্তমানে তার ঘেরে মাছ আছে বাগদা, গলদা, রুই, কাতলা, মিররকার্প, তেলাপিয়া। বর্তমানে মাছের অবস্থা খুব ভালো। তবে এবার তার ঘেরে সবজী ভালো হয়নি।	গরু মোটাতাজা করণের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি এবার গরু পালন করবেন। তিনি মনে করেন বছরের শেষে মাছের উপর একটা ভালো লাভ করতে পারবেন।
২৬	আমেনা খাতুন স্বামী ঃ জিয়াদ আলি গ্রাম ঃ খাসপাড়া, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৬ বিঘার একটি ঘের আছে। এ পর্যন্ত তার খরচ হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। আর আয় হয়েছে ৩০,০০০ টাকা। বর্তমানে তার ঘেরে রুই, কাতলা, গলদা, বাগদা প্রভৃতি মাছ আছে। তবে তার ঘেরে কোন সবজী নাই। কারণ তার ঘের অনেক দূরে ও বিলের	ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ছাগল পালন করবেন। মাছ চাষের উপর তার ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে।

		মাঝখানে। ঐ অঞ্চলে প্রচুর ছাগলের উৎপাতের কারণে সব্জী লাগাতে পারেন নি।	
২৭	ফজিলা খাতুন স্বামী ঃ আঃ গফ্ফার গাজী গ্রাম ঃ খাসপাড়া, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৬ বিঘার একটি ঘের অছে এবং একপাশে সে আলাদা করে ভেটকির চাষ করেন। এ পর্যন্ত তার ঘেরে মোট খরচ হয়েছে ৭৫,০০০ টাকা। মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, গলদা, বাগদা প্রভৃতি। ভেড়িতে তিনি সবজী চাষ করেছেন। লাউ, পুঁইশাক, ধুন্দল তার সবজীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত তার মাছ বিক্রি হয়েছে ৬০,০০০ টাকা।	বর্তমানে তার প্রজেক্টে যে মাছ আছে তাতে আশা করেন যে, বছর শেষে বাকি মাছ ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকায় বিক্রি হবে। এবং এবার তিনি মাছ চাষের পাশাপাশি ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ নিবেন।
২৮	ফজিলা খাতুন স্বামী ঃ মোঃ রিয়াজ উদ্দিন গ্রাম ঃ খাসপাড়া, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৫ কাটার একটি পুকুর আছে। এই পুকুরে তিনি মাছ চাষ করেন। মাছের মধ্যে আছে দেশীয় প্রজাতির রুই, কাতলা, মৃগেল, গ্রাসকার্প, তেলাপিয়া ইত্যাদি। এ পর্যন্ত মাছ ছাড়া বাবদ তার খরচ হয়েছে ২,০০০ টাকা। এখনো কোন মাছ বিক্রি হয়নি তবে ১২ মাস খাবার মাছের চাহিদা পূরণ করে।	আগে তিনি মাছ চাষের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কিন্তু এবার ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ নিবেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে ছাগল পালন করবেন, বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
২৯	শহিদুল ইসলাম পিতা ঃ মৃত শহর আলি	তার সাড়ে ৩ বিঘার একটি ঘের আছে। এ পর্যন্ত তার খরচ	তিনি আশা করেন যে, চলতি বছরের শেষের দিকে ঘের

	গ্রাম ঃ খাসপাড়া, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	হয়েছে ৩০,০০০ টাকা। ঘেরে মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, মৃগেল, বাগদা, গলদা, গ্রাসকার্প ইত্যাদি। এ পর্যন্ত মাছ বিক্রি করেছেন ৩০,০০০ টাকা। তবে ঘেরে ছাগলের উৎপাতের কারণে কোন সবজী চাষ করেননি।	সেচের পরে বেশ লাভ পাবেন।
৩০	রিয়াজুল ইসলাম পিতা ঃ মোঃ সুজাউদ্দিন গ্রাম ঃ খাসপাড়া, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৮ বিঘার একটি ঘের আছে। তিনি শেয়ারে মাছ চাষ করেন। এ পর্যন্ত তার খরচ হয়েছে ১,০০,০০০ টাকা আর মাছ বিক্রি হয়েছে ৯০,০০০ টাকা। বর্তমানে তার প্রজেক্টে মাছের মধ্যে আছে কাতলা, রুই, মৃগেল, গ্রাসকার্প ইত্যাদি। আর বাড়ির ভিটায় তিনি সবজীর চাষ করেছেন। সবজীর মধ্যে আছে পুঁইশাক, লাউ, ধুন্দল ইত্যাদি।	তার প্রজেক্টের অবস্থা খুবই ভালো। বছরের শেষে সম্পুর্ন ঘের ছেচামরা করলে বড় ধরণের একটা লাভ পাবেন বলে আশা করেন।
৩১	সিরাজুল ইসলাম পিতা ঃ সামছুদ্দিন গ্রাম ঃ খাসপাড়া, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৩ বিঘার একটি ঘের আছে। তিনি সাদা মাছের রেণুর চাষ করেন। প্রথম দিকে রেণু বিক্রি করেন। পরবর্তীতে চালাই ও ধানী মাছ হিসেবে বিক্রি করেন। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে	মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি তার প্রজেক্টে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন।

		২২,০৩০ টাকা আর বিক্রি হয়েছে ৭৫,০০০ টাকা। গত বছর তার ঘেরে প্রচুর সবজী হয়েছিল এবার ছাগলের উৎপাতে তার ঘেরে কোন সবজী হয়নি।	
৩২	কার্তিক হালদার পিতা ঃ মঙ্গল হালদার গ্রাম ঃ সুবর্নাবাদ, কুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ১৫ কাটার একটি পুকুর আছে। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ১৫,০০০ টাকা। মাছের মধ্যে আছে বাগদা, তেলাপিয়া, রুই, কাতলা, খরশুল্যা। পুকুরের পাড়ে তিনি সবজী চাষ করেছেন। সবজীর মধ্যে আছে ঢেঁড়স, কচুরমুখী, লাউ, পুঁইশাক প্রভৃতি।	মাছ ও সবজী চাষের প্রশিক্ষণ পেয়ে তার প্রজেক্টে কাজে লাগিয়েছেন। পূর্বে সবজীর চাষ করতেন না। এখন তিনি পুণরায় মাছ চাষের প্রশিক্ষণ নিবেন।
৩৩	ভবেন্দ্র হালদার পিতা ঃ সুরেন্দ্রনাথ হালদার গ্রাম ঃ সুবর্নাবাদ, কুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৪ বিঘার একটি ঘের আছে। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ৪৪,০০০ টাকা। বর্তমানে তার ঘেরে মাছ আছে গলদা, বাগদা, রুই, কাতলা, সিলভারকার্প ও তেলাপিয়া। ঘেরে সবজীর চাষ করা হয়েছে। সবজীর মধ্যে আছে ঢেঁড়স, করলা, শশা, পুঁইশাক ইত্যাদি।	গত বছর তিনি মাছ ও সবজী চাষের প্রশিক্ষণ পেয়ে তার প্রজেক্টে কাজে লাগিয়েছেন। এবার পুনরায় সবজী চাষের প্রশিক্ষণ নিবেন। তিনি বলেন, গত বছর তার প্রজেক্টে কোন সবজী হয়নি। এবার তার প্রজেক্টে বেশ সবজী উৎপন্ন হয়েছে।
৩৪	আশুতোষ হালদার পিতা ঃ সুধীর হালদার	তার ১০ কাটার একটি পুকুর আছে। এ পর্যন্ত তার খরচ হয়েছে	মাছ ও সবজী চাষের উপর তার পূর্বে কোন

	গ্রাম ঃ সুবর্নাবাদ, কুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	৫,০০০ টাকা। মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভারকার্প, তেলাপিয়া ইত্যাদি। ঘের ভেড়িতে তিনি সবজীর চাষ করেছেন। সবজীর মধ্যে আছে ঢেঁড়স, বরবটি, সীম, লাউ প্রভৃতি।	অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু উত্তরণ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং প্রজেক্টে সে অনুয়ায়ী কাজে লাগিয়েছেন।
৩৫	সন্নাসী মন্ডল পিতা ঃ সুবল মন্ডল গ্রাম ঃ সুবর্নাবাদ, কুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ১ বিঘার একটি পুকুর আছে সে পুকুরে মাছ চাষ করেন। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ৩০,০০০ টাকা। আর বিক্রি হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। মাছের মধ্যে বর্তমানে আছে গলদা, রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি। পুকুরের পাড়ে সবজী চাষ করেছেন। সবজীর মধ্যে আছে ঢেঁড়স, করলা, লাউ, শশা ইত্যাদি।	প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি তার প্রজেক্টে মাছ ও সবজী চাষ করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন।
৩৬	স্বপন হালদার পিতা ঃ সুরেন্দ্রনাথ হালদার গ্রাম ঃ সুবর্নাবাদ, কুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ২ বিঘার একটি ঘের অছে। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ২৫,০০০ টাকা আর বিক্রি হয়েছে ৪০,০০০ টাকা। বর্তমান তার ঘেরে মাছের মধ্যে আছে বাগদা, গলদা, রুই, মৃগেল, তেলাপিয়া। ঘের ভেড়িতে সবজীর চাষ করেছেন। সবজীর	তিনি মনে করেন, ঘেরে যে মাছ আছে তাতে বছর শেষে মাছ বিক্রি করে লাভবান হবেন। প্রজেক্টের সদস্য হওয়ার পরে স্তরভেদে পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ করছেন।

		মধ্যে আছে কচুরমুখী, পুঁইশাক, ঢেঁড়স, করলা ইত্যাদি।	
৩৭	অরবিন্দ হালদার পিতা ঃ মঙ্গল হালদার গ্রাম ঃ সুবর্নাবাদ, কুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ১ বিঘার একটি পুকুর আছে। এই পুকুরে তিনি দেশী প্রজাতির সাদা মাছের চাষ করেন। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ১৫,০০০ টাকা। মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, মৃগেল ও গলদা। ঘেরের ভেড়িতে সবজীর চাষ করেছেন। সবজীর মধ্যে আছে ওল, কচুরমুখী, ঢেঁড়স, পুঁইশাক, শশা ইত্যাদি। মাছ বিক্রি করেছেন ৪০,০০০ টাকা।	উত্তরণ থেকে মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি খুব খুশি। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো তিনি লাভবান হতেন না।
৩৮	রবীন্দ্র নাথ বর্মণ পিতা ঃ জীবেন্দ্র নাথ বর্মণ গ্রাম ঃ সুবর্নাবাদ, কুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ২ বিঘার একটি ঘের অছে। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ৩২,০০০ টাকা আর বিক্রি হয়েছে ৪০,০০০ টাকা। প্রথম দিকে তার ঘেরে ভাইরাস লেগে কিছু মাছ মারা যায়। তবে ঘেরের বর্তমান অবস্থা খুবই ভালো। মাছের মধ্যে আছে বাগদা, গলদা, ফাইশা, রুই ইত্যাদি। ঘেরের ভেড়িতে তিনি সবজীর চাষ করেছেন। সবজীর মধ্যে আছে ঢেঁড়স, পল্লা, লাউ, মিষ্টি কুমড়া।	তিনি পূর্বে ঘেরের ভেড়িতে কোন সবজীর চাষ করতেন না। কিন্তু মেলেকুড়োর সদস্য হওয়ায় তিনি মাছ ও সবজী চাষের উপর প্রশিক্ষণ পান আর সে অভিজ্ঞতা তার প্রকল্পের কাজে লাগান।

৩৯	লক্ষ্মী কান্ত বর্মণ পিতা ঃ প্রফুল্ল বর্মণ গ্রাম ঃ সুবর্নাবাদ, কুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার দেড় বিঘার একটি ঘের আছে। এই ঘেরে তিনি মাছ চাষ করেন। মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, মৃগেল ও গলদা। ঘের ভেড়িতে সবজীর চাষ করেছেন। সবজীর মধ্যে আছে কচুরমুখী, ঢেঁড়স, পুঁইশাক, শশা ইত্যাদি। তার মোট খরচ হয়েছে ২৫,০০০ টাকা আর বিক্রি হয়েছে ৩০,০০০ টাকা।	তিনি পুর্বে পরিকল্পিতভাবে মিশ্র মাছ চাষ করতেন না। বর্তমানে তিনি প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা তার ঘেরে কাজে লাগিয়ে লাভের মুখ দেখছেন।
৪০	আশুতোষ মন্ডল পিতা ঃ গোলাপ মন্ডল গ্রাম ঃ সুবর্নাবাদ, কুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৬ বিঘার একটি ঘের আছে। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ১২,০০০ টাকা। মাছ বিক্রি হয়েছে ৪০,০০০ টাকা। ঘেরে ব্যাপক সবজীর চাষ করা হয়েছে। সবজীর মধ্যে আছে ঢেঁড়স, করলা, শশা, পুঁইশাক, কচু, মিষ্টিকুমড়া, শশা ইত্যাদি। বর্তমানে তার ঘেরে মাছ আছে গলদা, বাগদা, রুই, কাতলা, সিলভারকার্প ও তেলাপিয়া।	গত বছর তিনি মাছ ও সবজী চাষের প্রশিক্ষণ পেয়ে তার প্রজেক্টে কাজে লাগিয়ে সাফল্য পেয়েছেন।
৪১	অশোক হালদার পিতা ঃ যোগেন্দ্র হালদার গ্রাম ঃ সুবর্নাবাদ, কুলিয়া, দেবহাটা,	তার ৩ বিঘার একটি ঘের অছে। তিনি একজন ভালো চাষী। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ৬০,০০০ টাকা আর বিক্রি	তিনি উত্তরণ থেকে মাছ ও সবজী চাষের উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে সে অনুযায়ী চাষাবাদ করে ব্যাপক

	সাতক্ষীরা।	হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। বর্তমান তার ঘেরের অবস্থা খুবই ভালো। মাছের মধ্যে আছে বাগদা, গলদা, রুই, মৃগেল তেলাপিয়া, গ্রাসকার্প। ঘেরের ভেড়িতে তিনি ব্যাপক সবজীর চাষ করেছেন। সবজীর মধ্যে আছে লাউ, কুমড়া, কচুরমুখী, পুঁইশাক, ঢেঁড়স, করলা ইত্যাদি।	সফলতা পেয়েছেন বলে জানান।
৪২	মুকুন্দ হালদার পিতা ঃ মহিন্দ্র হালদার গ্রাম ঃ সুবর্নাবাদ, কুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৪ বিঘার একটি ঘের আছে। এ পর্যন্ত তার ঘেরে খরচ হয়েছে ৮০,০০০ টাকা। এবং বিক্রি হয়েছে ৭০,০০০ টাকা। তার ঘেরে মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, গলদা, বাগদা, গ্রাসকার্প।	প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রজেক্টে কাজে লাগিয়ে তিনি সাফল্য পাবেন বলে বিশ্বাস।
৪৩	আফছার আলি পিতা ঃ আমিন উদ্দিন গাজী গ্রাম ঃ সেকেন্দ্রা, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৬ বিঘার একটি ঘের আছে। এ পর্যন্ত তার ঘেরে মোট খরচ হয়েছে ৬০,০০০ টাকা আর মাছ বিক্রি হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। তার ঘেরের অবস্থা খুব ভালো। মাছের মধ্যে আছে। ফাইশা, রুই, কাতলা, রূপচাঁদা, গ্রাসকার্প ইত্যাদি। তবে তার প্রজেক্টে ছাগলের উৎপাতের কারণে কোন সবজী লাগান নি।	মাছ চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে তার প্রজেক্টে কাজে লাগিয়ে তিনি সাফল্য পেয়েছেন। এবার তিনি পুনরায় মাছ চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে মাছ চাষ করবেন।

৪৪	আঞ্জুয়ারা খাতুন স্বামী ঃ জহির গাজী গ্রাম ঃ সেকেন্দ্রা, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ২ বিঘার একটি ঘের আছে। এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে ২০,০০০ টাকা আর আয় হয়েছে ১৫,০০০ টাকা। মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, মৃগেল, গলদা ও তেলাপিয়া। ঘেরের ভেড়িতে সবজীর চাষ করেছেন। সবজী খুব ভালো হয়েছে। সবজীর মধ্যে আছে কচুরমুখী, ঢেঁড়স, পুঁইশাক, শশা ইত্যাদি।	প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি তার প্রজেক্টে মাছ ও সবজী চাষে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন। এবার তিনি গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে গরু মোটাতাজা করবেন।
৪৫	শংকরী রানী দাশী স্বামী ঃ নিমাই দাশ গ্রাম ঃ সেকেন্দ্রা, পারুলিয়া, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৬ বিঘার একটি ঘের আছে। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ৬০,০০০ টাকা আর আয় হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। ঘেরে প্রথম দিকে মাছের অবস্থা ভালো ছিলোনা বর্তমানে খুব ভালো। মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, মৃগেল, গলদা ও তেলাপিয়া। ঘেরের ভেড়িতে সবজীর চাষ করেছেন। সবজী খুব ভালো হয়েছে। সবজীর মধ্যে আছে কচুরমুখী, ঢেঁড়স, পুঁইশাক, শশা ইত্যাদি। তার ঘেরের ব্লকে ধান খুব ভালো হয়েছে। মোট ৫২ বস্তা ধান পেয়েছেন।	তিনি মাছ ও সবজী চাষের উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে সে অনুযায়ী চাষাবাদ করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন বলে জানান। এবার তিনি মাদুর বোনার প্রশিক্ষণ নিয়ে মাদুর তৈরী করছেন।
৪৬	মোঃ আবু জাফর সিদ্দিক	৬ বিঘার একটি ঘের আছে। এ পর্যন্ত তার	সবজীর মধ্যে তার ঘেরে লাউ এর

	পিতা ঃ গফফার সরদার গ্রাম ঃ পাঁচপোতা, সখিপুর, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	মোট খরচ হয়েছে ৭০,০০০ টাকা তার ঘেরের অবস্থা খুব ভালো। মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, মৃগেল, গলদা, বাগদা, তেলাপিয়া। তার আয় হয়েছে ১,৩০,০০০ টাকা। পূর্বে তিনি একক মাছ চাষ করতেন। সংগঠণের সাথে জড়িত হওয়ার পর তিনি মাছ ও সবজী চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে সে অনুযায়ী ধান, মাছের চাষ করেন। ঘেরভেড়িতে সবজীর চাষ করেছেন। সবজী খুব ভালো হয়েছে। সবজীর মধ্যে আছে কচুরমুখী, ঢেঁড়স, পুঁইশাক, শশা ইত্যাদি।	চাষটি ভালো হয়েছে। আবারও অধিকতর অভিজ্ঞতার জন্য তিনি মাছ চাষের প্রশিক্ষণ নিবেন।
৪৭	মনোয়ারা খাতুন স্বামী ঃ হারান বিশ্বাস গ্রাম ঃ দঃ সখিপুর সখিপুর, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তিনি একজন ভূমিহীন। তার কোন জায়গা জমি নাই। তিনি সরকারী খাস জমিতে বসবাস করেন। বসতবাড়ির আসে পাশে ১৫ কাটা খাস খাল ভেড়িবাঁধ দিয়ে গত বছর তিনি মাছ চাষ করেছিলেন। কিন্তু জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য সব খাস খাল উন্মুক্ত করা হয়েছে যার কারণে এবার কোন চাষ করতে পারেন নি।	বিভিন্ন সময়ে তিনি মাছ, সবজী ও মেলে চাষের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ নিয়ে ২টি গরু কিনেছেন।

৪৮	সখিনা খাতুন স্বামী ঃ আবুল কাশেম গ্রাম ঃ দঃ সখিপুর সখিপুর, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তিনি একজন ভূমিহীন। তিনি সরকারী খাস জমিতে বসবাস করেন। বসতবাড়ির আসে পাশে ১৫ কাটা খাস খাল ভেড়িবাঁধ দিয়ে গত বছর তিনি মাছ চাষ করেছিলেন। কিন্তু জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য সব খাস খাল উন্মুক্ত করা হয়েছে যার কারণে এবার কোন চাষ করতে পারেনি।	বিভিন্ন সময়ে তিনি মাছ, সবজী ও মেলে চাষের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বর্তমানে হাঁস-মুরগী পালনের প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি বাড়িতে হাঁস-মুরগী পালন করছেন।
৪৯	মোহাম্মদ আলি পিতা ঃ বেলায়েত আলি গ্রাম ঃ নারিকেলী, সখিপুর, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার একটি ৫ কাটার পুকুর আছে। পুকুরে তিনি মাছ ছেড়েছেন। খরচ হয়েছে ২,০০০ টাকা। এখনো কোন মাছ ধরেননি। তিনি খুব গরীব মানুষ। সবজী চাষের কোন ভালো জায়গা তার নেই।	মাছ চাষের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কিন্তু কোন কাজে লাগাতে পারেন নি। তাই তিনি এবার গরু মোটতাজাকরণ প্রশিক্ষণ নিয়ে সে আলোকে গরু মোটাতাজাকরণ করবেন।
৫০	আরশাদ আলি পিতা ঃ হানিফ গাজী গ্রাম ঃ নারিকেলী, সখিপুর, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।	তার ৬ বিঘার একটি ঘের আছে। এ পর্যন্ত তার মোট খরচ হয়েছে ৬০,০০০ টাকা আর আয় হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। বর্তমানে তার ঘেরের অবস্থা খুব ভালো। মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতলা, মৃগেল, গলদা ও তেলাপিয়া। ঘেরের ভেড়িতে কোন সবজীর চাষ করেননি।	প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি লব্ধ জ্ঞান মাছ চাষে কাজে লাগিয়েছেন। এবারও তিনি মাছ চাষের প্রশিক্ষণ নিবেন।

মেলে চাষ বদলে দিতে পারে কৃষকদের ভাগ্য

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের জলাবদ্ধ ও লবনাক্ত এলাকায় ধান ও অন্যান্য অর্থকারী ফসল উৎপাদন লাভজনক না হওয়ায় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া ঝুঁকিপুর্ণ হওয়ায় এই এলাকার মানুষের জীবন যাপন প্রক্রিয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ হয়ে পড়েছে। ইদানিং উপকূলবর্তী এলাকার জনসাধারণের পারিবারিক পর্যায়ে মেলে চাষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মেলে চাষকে বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে সাধারণ জনগণ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। মেলের চাষ দীর্ঘদিন যাবৎ গরীব মানুষের একমাত্র আয়ের উৎস হিসেবে খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মেলে চাষের মাধ্যমে দারিদ্রতা দুর করা সম্ভব। মেলের ব্যবহার বাংলাদেশে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত হলেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষপদ্ধতি প্রবর্তন আমাদের দেশে খুব একটা বেশী দিনের নয়। বিগত সময়ে মেলে সাধারণতঃ সুন্দরবন এবং এর পাশ্ববর্তী জলাবদ্ধ এলাকায় জন্মাতো কিন্তু বর্তমানে মেলে চাষের বিস্তার বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মেলে থেকে সাধারণতঃ মাদুর উৎপাদিত হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নারীরা এই কাজে সরাসরি জড়িত থেকে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ব্যাপক লাভজনক ফসল হওয়ায় খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বিশেষকরে আশাশুনি উপজেলায় বানিজ্যিকভাবে মেলের চাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করছে এবং অন্যান্য এলাকাতেও এই চাষ সম্প্রসারণ সম্ভব। মেলে চাষে প্রাথমিক খরচ একটু বেশী হলেও দীর্ঘ সময় ধরে একই জমিতে চাষ করে ফসল উৎপাদন এবং মেলে চাষে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছলতা আনা সম্ভব। মেলে হালকা লবণাক্ত এলাকায় পরিবর্তিত পরিবেশে চাষ করা হয়। কাজেই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিরূপ পরিবেশগত লবণাক্ত অঞ্চলে বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে মেলের চাষ একটি সম্ভাবনাময় কৃষি পদ্ধতি হিসেবে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। অর্থনৈতিকভাবে মেলে চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। মেলের চাষ শুরু করার জন্য মেলের পরিচিতি ও চারা সংগ্রহ প্রণালী খুবই গুরুত্ব বহন করে। মেলে চাষের জন্য জমি নির্বাচন ও জমি প্রস্তুত পদ্ধতি রোপা আমন বা বোরো মৌসূমে উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুতের মতই। মেলে চাষের জন্য মাঝামাঝি নিচু জমি যেখানে পলি যুক্ত বেলে দোয়াশ বা এটেল মাটি রয়েছে সে সব জমি যা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলীয় এলাকার বৈশিষ্ট এমন জমি উত্তম। বছরে দুই বার মেলে কাটা হয়। জমিতে কোন ধরণের সেচ ছাড়া সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ মাস

থেকে কার্তিক-অগ্রহায়ন পর্যন্ত এবং সেচের মাধ্যমে ফাল্গুন-চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। মেলের চাষে জৈব গোবর এবং সামান্য টিএসপি ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার ও রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার খুব একটা নেই বললে চলে। শুরু থেকে ৪/৫ মাস পরে মেলে সংগ্রহের উপযোগী হয়। বিশেষকরে আশ্বিন-কার্তিক মাসে মেলে সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। এই সময় মেলে সংগ্রহ করে বাড়িতে এনে চিরে তা শুকানো হয়। তারপর প্রক্রিয়াজাতকৃত মেলে মাদুর তৈরী ও কুঠীর শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মেলে দ্বারা তৈরী জিনিসপত্র বাজারে বেশ চাহিদা রয়েছে। অল্প পানিযুক্ত ভেজা জমিতে ৯ ইঞ্চি x ৬ ইঞ্চি দুরত্ব রেখে বা তার একটু ঘন করে মেলে চাষ করলে উৎপাদন ভালো হয়। মেলে চারা রোপণের এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ গাছে পরিণত হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে ৫-৭ ফুট বা আড়াই থেকে সাড়ে তিন হাত উচ্চতা হলে মেলে কাটা হয়। এভাবে বছরে দুইবার মেলেকাটা সম্ভব। একবিঘা জমিতে আনুমানিক ৫০০টি মেলের ৪০০ থেকে ৫০০ আটি মেলে উৎপাদিত হয়। এক বিঘা জমিতে মেলে কাঁচা অবস্থায় প্রায় ১৫-২০ হাজার টাকা এবং শুকনো প্রক্রিয়াকরণকৃত অবস্থায় প্রায় ৩০-৩৫ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। মেলে দ্বারা মাদুর ও অন্যান্য কুঠির শিল্পের কাজ করা হয় তাছাড়া মেলের পাতার অগ্রভাগ গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মেলের অবশিষ্টাংশ দ্বারা কম্পোষ্ট সার তৈরী করা যায় এবং জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিকল্পিতভাবে মেলের সাথে সমন্বিত মাছের চাষ করা যায়। খাল বা নদীর পাড়ের জমি বা অপেক্ষাকৃত নিচু জমি যেখানে পানি বেশী সময় থাকে সেখানে মেলের সাথে কার্প জাতীয় কয়েকটি উপকূলীয় লবণ পানির মাছের প্রজাতি যেমন ভেটকি, ফাইশা, রেখা, পায়রাতালি, খরশুল্যা, টেংরা, দাঁতিনা ইত্যাদির চাষ ভালো হয় এবং এইভাবে সমন্বিত মেলে ও মাছ চাষ থেকে অধিক পরিমাণ লাভ করা সম্ভব। মেলেকুড়ো গ্রামে ২০০5 সালে উত্তরণ আর্থিক, কৌশলগত ও কারিগরী সহায়তা নিয়ে মেলের চাষ শুরু করে। ঐ বছর ১বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে মেলে চাষ করা হয়। সেখানকার মেলে পরিপক্কতর পর ১১,০০০/- টাকা বিক্রি করা হয়।

শংকরী রাণী এখন স্বাবলম্বী

পারুলিয়া ইউনিয়নের সেকেন্দ্রা গ্রামের শ্রীমতি শংকরী রানী দাশী। মেলেকুড়ো কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রের একজন সদস্য। স্বামী নিমাই চন্দ্র দাশ অভাবের সংসার ৩ ছেলেমেয়ে আর বৌমা ও নাতীসহ মোট ৮ জনকে নিয়ে কোনভাবে অভাবের মধ্যে জীবন যাপন করে। মেলেকুড়ো কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র

থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে ঐ কেন্দ্রে উৎপাদিত মেলে থেকে ১০ আটি মেলে সংগ্রহ করে বাড়িতে মাদুর বোনা শুরু করেন। তিনি তা হতে ৭টি মাদুর তৈরী করেন এবং ৫টি মাদুর এলাকার লোকের কাছে বিক্রি করে দেন। সরোজমিনে গিয়ে জানা গেল তিনি অবসর সময়ে মেলে দিয়ে মাদুর তৈরী করেন। তিনি বলেন এ মাদুর তৈরীতে বাড়তি সময় না দিলেও চলে কারণ বাড়ির অন্যান্য কাজের ফাকে অবসর সময়ে মাদুর তৈরী করা যায়। তাই তিনি এ মাদুর তৈরীকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং আগামীতে তারা নিজের ১০ কাটা জমিতে মেলে চাষ করবেন বলে আশাপোষন করেছেন।

শংকরী রানীর মত ৫ জন সদস্য এ কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। তারা হলেন সুফিয়া বেগম, স্বামী- আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম- ফুলবাড়ি; শরিফুল ইসলাম, পিতা- মৃত রুস্তম সরদার, গ্রাম- ফুলবাড়ী; অর্চনা রানী, স্বামী- অমল চন্দ্র, গ্রাম- ফুলবাড়ী; নাসিমা আখতার, স্বামী- আব্দুল্লাহ, গ্রাম- ফুলবাড়ি; আমেনা খাতুন, পিতা- আব্দুল গফ্ফার, গ্রাম- ফুলবাড়ী এরা সকলে মাদুর তৈরী প্রশিক্ষণ নিয়ে মাদুর তৈরী শুরু করেছেন।

ঘেরের ভেড়ির বাঁধে সবজী চাষ একটি লাভজনক পদ্ধতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষকরে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলবর্তী এলাকায় এককভাবে বাগদা চিংড়ী চাষের কারণে দ্রুতগতিতে মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশ ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। লবণাক্ততার তীব্রতায় পাল্টে গেছে শষ্যাবর্তণ পদ্ধতি। বৈচিত্র হারিয়ে বিপন্নতার সম্মুখীন হচ্ছে বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন। ব্যহত হচ্ছে গাছপালা ও কৃষি ফসলের উৎপাদন। লবণাক্ততা ও অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্ট সমস্যা প্রতিকার হিসেবে কোন পদক্ষেপ নিতে না পারায় এ অঞ্চলের মানুষ আজ দিশেহারা। ষাটের দশকের প্রথম দিকে কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও নোনা পানি থেকে বসত ভিটা ও ফসল রক্ষার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ভূ-তাত্বিক চিত্র বিবেচনায় না এনেই

সরকার ওয়াপদার বাঁধ নির্মাণ করেন। ফলে প্রাথমিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও জমিতে দীর্ঘদিন ধরে নিবিড়ভাবে মাত্রাতিরিক্ত লবণ পানি আটকে রেখে এককভাবে বাগদা চিংড়ী চাষের কারণে পরিবেশের অবক্ষয়ের সাথে সাথে স্থানীয় কৃষিজাত পণ্যের প্রজাতি ধীরে ধীরে এ এলাকা থেকে হারিয়ে যেতে থাকে। ইতোমধ্যে এলাকায় উপকূলীয় অঞ্চলে তেমন কোন সবজী উৎপাদিত হয়না। এলাকার মানুষ বাইরে থেকে আসা শাক-সবজী চড়া দামে বাজার থেকে কিনে খায়। ফলে সাধারণ গরীব মানুষ উচ্চ মুল্যে উন্নতমানের তাজা শাক-সবজী গ্রহণের কথা ভূলে যেতে বসেছে। তাদের খাদ্যাভ্যাসে এল বিশাল পরিবর্তন। ডাল আর ডিমই হলো তাদের ভাতের সাথে নিত্যদিনের আহার। এমন পরিস্থিতিতে উত্তরণ উপকূলীয় এ অঞ্চলে লবণ সহনশীল বিভিন্ন জাতের সবজী বসতবাড়ির আশেপাশে এবং ঘেরের আইলে বা বাঁধে চাষের জন্য কৃষকদের মাধ্যমে গবেষনা কার্যক্রম শুরু করে। অত্র এলাকায় মৃদু লবণাক্ত মাটি ও পানি বিদ্যমান। যার বাৎসরিক গড় লবণাক্ততা ১-৯ পিপিটি। সেখানে দেশের অন্যন্য এলাকার মত পেঁপে, ঢেঁড়স, বেগুন, করলা, লাউ, বীট, মূলা, ওলকপি, ফুলকপি, লালশাক, বরবটি, সীম, কুমড়া, ঝিঙে, টমেটো, কচু ইত্যাদি ভালোভাবে চাষ করা যেতে পারে। এই ধারণাকে সামনে রেখে উত্তরণ প্রাথমিকভাবে একটি ১৫ বিঘা জমির প্লট নির্বাচন করে এবং স্থানীয় কৃষকদের আর্থিক ও কৌশলগত এবং বিভিন্ন উন্নতমানের বীজ ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে ৫০ জন কৃষকের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে গবেষনা কার্যক্রম শুরু করে। এতে উত্তরণ প্রমাণ করে যে, ঐ সব প্রজাতির শাক-সবজী অত্র এলাকায় অনায়াসে স্থানীয় আবহাওয়া ও ভৌত-রাসায়নিক অবস্থায় উৎপাদন করা সম্ভব। তবে এই কৃষিকাজে নিয়মিত পানি সেচ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় কৃষকের বাড়ির পুকুর, ডোবা, খাল, পার্শ্ববর্তী নিচু খাল যেখানে বর্ষার পানি শুকনো মৌসুমে সংরক্ষিত থাকে এগুলো মিষ্টি পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উত্তরণ পরিচালিত এ সব কার্যক্রম দেখে স্থানীয় জনগণ ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। কারণ এভাবে সবজীর চাষ করলে একদিকে যেমন পারিবারিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব অন্যদিকে সবজী বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়া যায়। বর্তমানে অনেক কৃষক এই পদ্ধতিতে সবজী চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং তারা তাদের জমির সর্বোত্তম ব্যবহার করে সবজীর চাষ করছেন। এখানে একটি সফল চাষ পদ্ধতির কাহিনী তুলে ধরা হলো।

আদর্শ চাষী অশোক কুমার

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের আইপিএমসহ উত্তরণ এর ফসল প্রকল্পের কর্মকর্তা বৃন্দের নিকট থেকে সবজী চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং স্থানীয় বে-সরকারী সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা নিয়ে ৩ বিঘা জমির ঘেরের আইলে ও পাশে সবজীর চাষ শুরু করেন অশোক কুমার হালদার। তার ঘেরের পাশে ও মাঝ বরাবর বাঁধ দিয়ে সবজীর চাষ

শুরু করেন। তিনি পেঁপে ঢেঁড়স, করলা, লাউ, বীট, ওলকপি, মিষ্টিকুমড়া এবং কচুর চাষ করেন। তার বাঁধের ৫ ফুট অন্তর একটি করে পেঁপের চারা রোপন করেন। শীত শুরুর পূর্বে অর্থাৎ নভেম্বর মাসের শেষের দিকে দুই ফুট অন্তর অন্তর ঢেঁড়স লাগান এবং বাকি জায়গায় মিষ্টিকুমড়া, লালশাক, মূলা ও কচু লাগান। এ সব ছিলো শীতকালীন সবজী। এরপর মার্চের শেষে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে ভেড়ির দুই পাশে লাউ, ঝিঙে, করলার চাষ করেন। মোটকথা সারা বছরই তিনি তার ঘেরে বাঁধের উপর বিভিন্ন ধরণের সবজীর চাষ করেন। লতানো সবজীর জন্য তিনি ঘেরের পানির উপর বাঁশ, সুতা, তার ও কঞ্চি দিয়ে মাচা তৈরী করেন। লতানো গাছের মাচা একসময় ভরে যায় এবং সবজী উৎপাদিত হয়। সারা বছর ধরে তিনি পেঁপে সহ অন্যন্য সবজী বিক্রি করেন। এই উৎপাদিত সবজী সংসারের চাহিদা মেটায়ে তিনি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। তার অনুমানিক হিসেব মতে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা বছরে আয় করেন। আর এই সবজী উৎপাদন করতে বছরে তার ব্যয় হয় মাত্র ২ থেকে ৩ হাজার টাকা। তিনি বলেন, সবজীর চাষে তেমন কোন খরচ নেই তবে নিয়মিত পরিচর্যা এবং সেচ প্রয়োগ করতে হয়। সঠিকভাবে পরিচর্যা ও ঋতু ভিত্তিক সমন্বিতভাবে সবজীর চাষ করতে পারলে লাভ আরো বেশী পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, তিনি তার সবজী চাষে কোন প্রকার রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন না। তিনি গোবর, কম্পোষ্ট সার, ছাই, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা এবং নিম পাতার রস ব্যবহার করেন। তিনি স্থানীয় আইপিএম

কৃষক স্কুলের সদস্য এবং তার চাষাবাদের সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করেন। আর এজন্য তার সবজীর গুনগত মান ভালো ও স্বাদ বেশী।

ভেটকি ও তেলাপিয়ার মিশ্র চাষ একটি লাভজনক বিকল্প কর্মসংস্থান পদ্ধতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় জোয়ারভাটার প্লাবন ভূমি এলাকা অর্থাৎ মোহনা অঞ্চলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভেটকি মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু ও এর বিক্রি মুল্য উচ্চ। ভেটকি মাছ বা কোরাল ফিস রাক্ষুসে মাছ। সে কারণে এতদাঞ্চলে কেহই এ মাছ চাষ করতে আগ্রহী হন না। ফলস্বরূপ দিন দিন ক্রমশঃ এ মাছের প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার পথে। রিসার্স কার্যক্রমের গবেষণায় দেখা যায়, ভেটকি মাছের চাষ করতে হলে পর্যাপ্ত জীবিত মাছ সরবরাহ প্রয়োজন। সে দিক দিয়ে তেলাপিয়া মাছের জুড়ি নেই। কারণ তেলাপিয়া মাছ ঘন ঘন প্রজননের মাধ্যমে যে কোন আবাস স্থলে ব্যাপক রেণু উৎপাদন করে। সুতরাং ভেটকি মাছ চাষের জন্য খাদ্যের কোন ঘাটতি হয়না।

ভেটকি চাষে হানিফের ভাগ্য পরিবর্তন

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার ইছামতি নদীর গাঁ ঘেষে অবস্থিত নওয়াপাড়া ইউনিয়ন। অত্র ইউনিয়নের কালাবাড়িয়া গ্রামের ভূমিহীন বাসিন্দা হানিফ সরদার। পিতা- মৃত জাহান আলি। ভূমিহীন তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় সরকারের পক্ষ থেকে ৩৩ শতক জমি প্রাপ্ত হন। ঐ ৩৩ শতক জমিতে ভিটেবাড়ি বাদে বাকি অংশে (খালের মধ্যে) মাছ চাষ করে থাকেন।

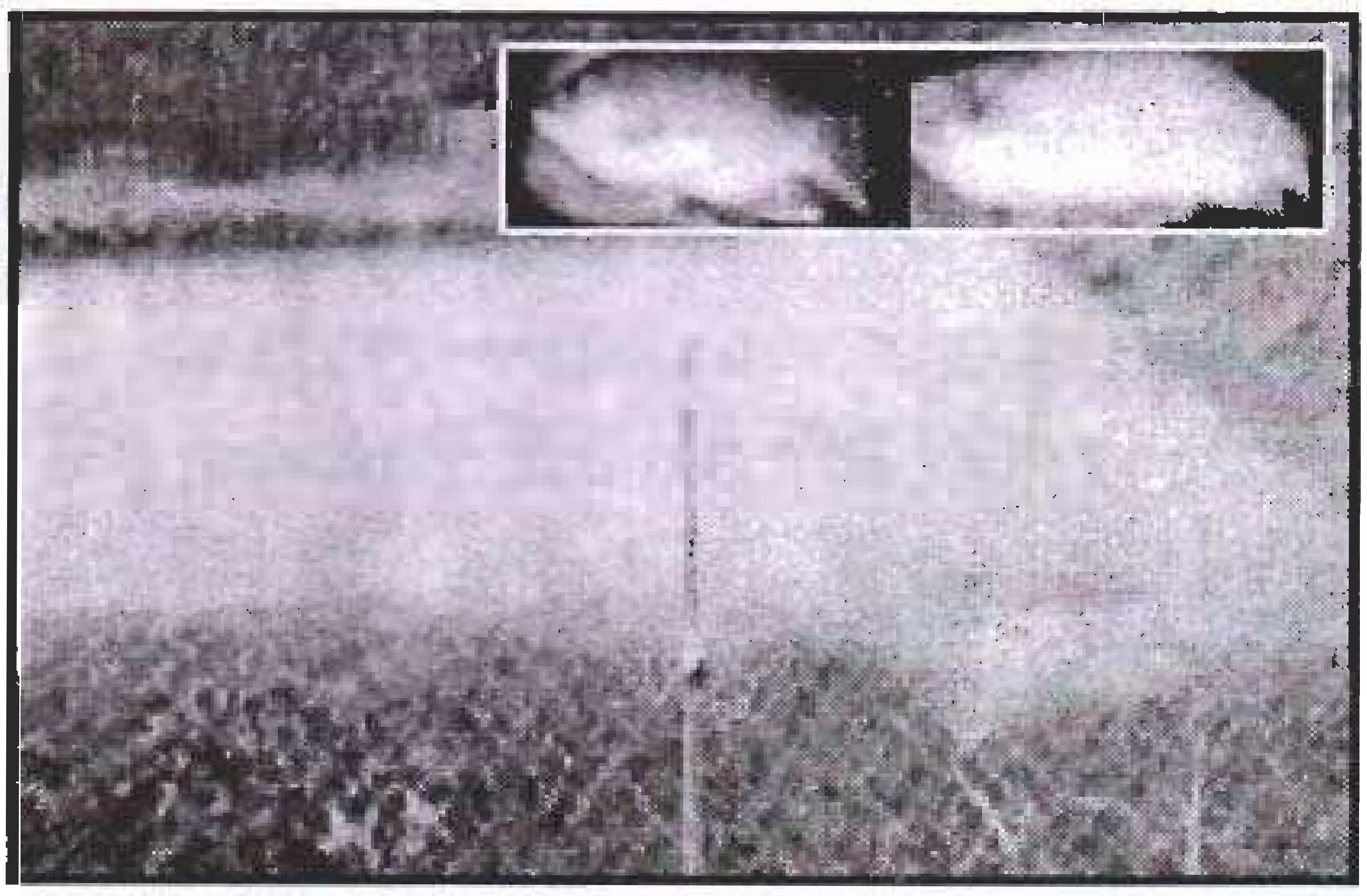

গত দুই বছর ধরে এককভাবে বাগদা চিংড়ীর চাষ করে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। কারণ দুটি বছরই ভাইরাসের আক্রমণে চিংড়ী মাছ মারা যায়। এতে তিনি ভীষণ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির শিকার হন।

গত বছর অর্থাৎ ২০০৬ সালে উত্তরণ পরিচালিত মেলেকুড়ো কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রের একজন নিয়মিত কৃষক হওয়ায় তাকে ভেটকি-তেলাপিয়ার মিশ্র চাষের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতানুযায়ী নিজের প্রজেক্টে

ভেটকী মাছের চাষ করেন। ভেটকি মাছের রেণু ছাড়ার আগে তিনি ঐ জমিতে তেলাপিয়া মাছের রেণু ও নদীর বিভিন্ন মাছের রেণু ছেড়ে দেন। তারপর ঐ তেলাপিয়া মাছের রেণু বড় হয়ে বাচ্চা ছাড়ে। এরপর তিনি ৩০০ পিচ ভেটকির পোনা ছেড়ে দেন। এইভাবে তিনি মাছ নার্সিং করতে থাকেন। তিনি অন্যান্য জায়গা থেকে ভেটকির খাদ্য হিসাবে তেলাপিয়া মাছের রেণু তার প্রজেক্টে ছাড়েন। তেলাপিয়ার বাচ্চাকে ভেটকি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। ফলে ভেটকির জন্য তাকে খাদ্য সরবরাহের সমস্যায় পড়তে হয়নি। বছর শেষে মাছ ধরার সময় তার মাছের ওজন হয় কোনটি এক কেজি আবার কোনটি দেড় কেজি। মোট বিক্রি হয় ২৫,০০০ টাকা। অথচ তার খরচ হয় মাছ সহ অন্যান্য মিলে ১৬,০০০ টাকা। তিনি বলেন, বাগদা চাষের পরিবর্তে একক ভেটকি মাছের চাষ করলে লাভবান হওয়া যায়। তবে নিয়মিত ভেটকি ও তেলাপিয়া মাছের পরিচর্যা করাকালীন খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিলে তেলাপিয়া মাছের জন্য অতিরিক্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়। ভেটকি মাছ সঠিকভাবে চাষ করতে পারলে আরো বেশী লাভ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

****

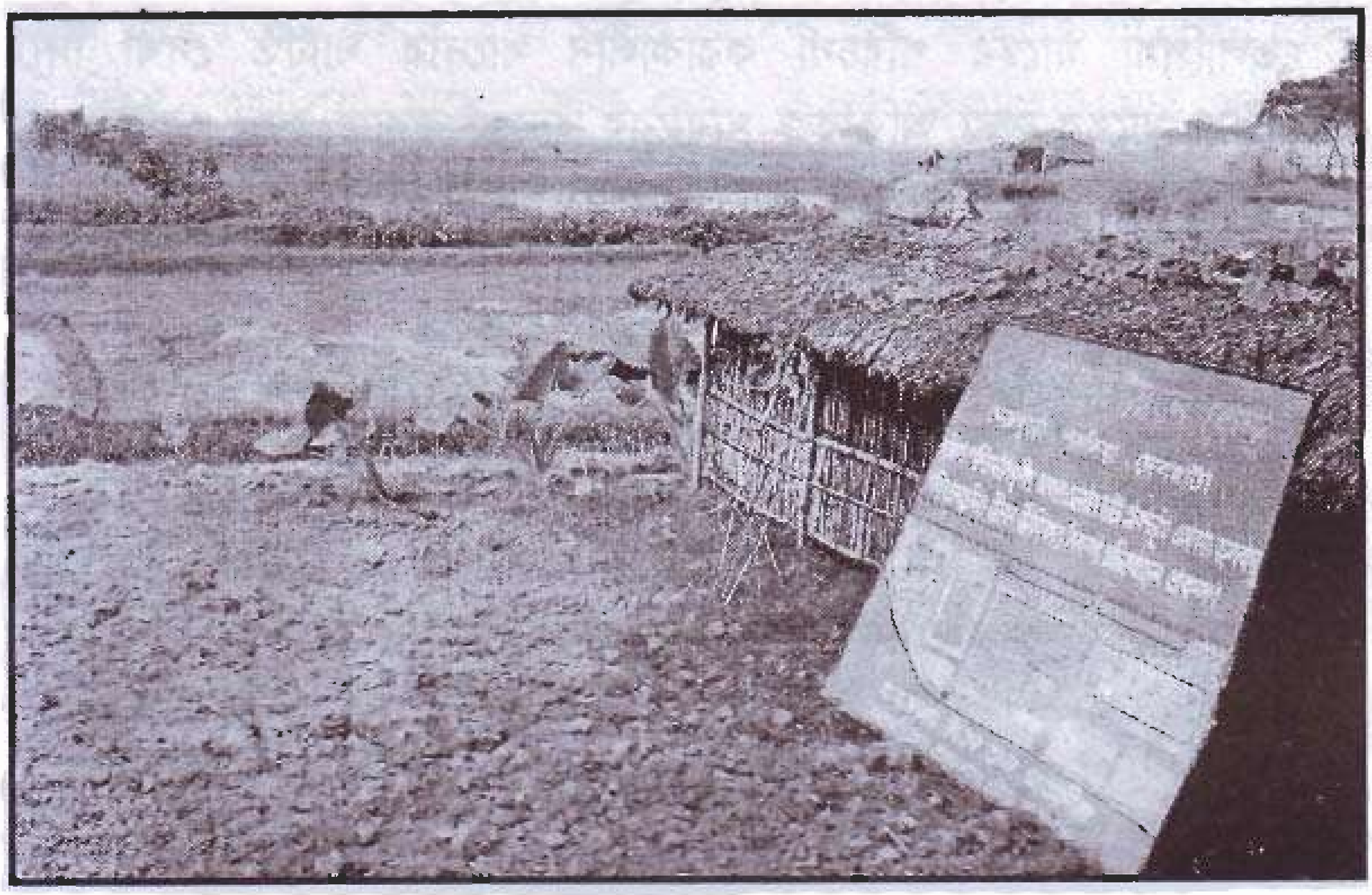

উত্তরণ

actionaid